গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

www.jamiyat.org.bd

গঠনতন্ত্র
Constitution

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

Bangladesh Jamiyat Ahl-al Hadith

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ০২-২২৩৩৪ ২৪৩৪
www.jamiyat.org.bd,
www.ahlalhadith.net.bd

প্রথম প্রকাশ : সফর- ১৩৬৬ হিজরী, ১৯৪৮ ঈসায়ী

৮ম সংস্করণ :
দশম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল- অক্টোবর, ২০২১

প্রাপ্তিস্থান :
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ০২-২২৩৩৪ ২৪৩৪

নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা মাত্র

গঠনতন্ত্র	Constitution	الدستور

جمعية أهل الحديث بينغلاديش

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

BANGLADESH JAMIYAT AHL-AL HADITH

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের গঠনতন্ত্র ১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে সর্বপ্রথম যথানিয়মে পরিগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস।' আর গঠনতন্ত্রও বিরচিত হইয়াছিল সেই ভাবেই। আসাম ও পশ্চিম বাংলা হইতে জমঈয়ত পৃথক হইবার পর গঠনতন্ত্রের বহুলাংশ পরিবর্তন সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। তারপর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফলে কতকগুলি ধারা ও উপধারার পরিবর্ধন ও সংশোধন আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু রাজশাহী কনফারেন্সের পর এ যাবৎ প্রাদেশিক কনফারেন্সের আর কোন অধিবেশন না হওয়ায়, জমঈয়তের জেনারেল কমিটি কর্তৃক পরিগৃহীত কয়েকটি সংশোধনী ব্যতীত গঠনতন্ত্রের আমূল সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করা এযাবৎ সম্ভবপর হয় নাই। গত বৎসর জমঈয়তের সদর দফতর পাবনা হইতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ায় জমঈয়তের কর্মতৎপরতা সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং সকল স্থান হইতে জমঈয়তের প্রোগ্রাম ও গঠনতন্ত্রের দাবী উত্থিত হইতেছে।

অবস্থা ও পরিবেশের বহুবিধ পরিবর্তনের পর, দশ বছরের পুরাতন 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তের গঠনতন্ত্র' কর্মীদের হস্তে প্রদান করা অসংগত বিবেচিত হওয়ায় ইহা নূতনভাবে অধিকতর সুন্দর করিয়া মুদ্রিত হইল। মৌলিক বিষয় (আকীদাহ), লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী, রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন করা হয় নাই; কাজ বাড়িয়া যাওয়ায় কতকগুলি নূতন ধারা ও উপধারা সংযোজিত হইয়াছে মাত্র।

যেই সকল কর্মী আহলে হাদীস আন্দোলন ও জামা'আতের জন্য সেবাদান করিতে আগ্রহান্বিত, এই গঠনতন্ত্র আশা করি তাহাদের কর্মপথের সহায়ক হইবে এবং ইহার দোষ ত্রুটিগুলি তাহারা রচয়িতার জীবনে বা মরণের পর পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীসের মুক্ত কনফারেন্সে সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু পুনরায় সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত ইহার আক্ষরিক অনুসরণ কর্মীগণের পক্ষে অবশ্যকর্তব্য হইবে।

আল্লাহ পাক 'কালেমা তাইয়েবার' পতাকাকে সমুন্নত এবং 'আহলে হাদীস আন্দোলন'কে সমৃদ্ধি করুন, আমীন!

সদর দফতর :
৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড
পোস্ট : রমনা, ঢাকা।
২০/১২/১৩৭৬ হিজরী, ১৯৫৮ ঈসায়ী

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী
প্রেসিডেন্ট,
পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস

৩য় থেকে ৭ম সংস্করণের ভূমিকার সংক্ষিপ্তরূপ

তৃতীয় হইতে সপ্তম সংস্করণের ভূমিকাসমূহ সংক্ষিপ্তরূপে প্রদত্ত হইলো :

১৯৭৬ ঈসায়ী সালে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কনফরেন্স'-এ গঠনতন্ত্রের তৃতীয় সংশোধনী গৃহীহ হয়। এ লক্ষ্যে গঠিত গঠনতন্ত্র সংশোধনী সাব কমিটির সদস্যগণ যথাক্রমে–

১. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান	কনভেনর
২. ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান	সদস্য
৩. মাওলানা মুনতাসির আহমাদ রহমানী	সদস্য ও
৪. মাওলানা আবদুস সামাদ	সদস্য।

অনুরূপভাবে ১৯৮৫ ঈসায়ী সনে ৫ম কেন্দ্রীয় কন্‌ফরেন্সে জনাব মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান বিএবটি (সেক্রেটারী জেনারেল)-এর নেতৃত্বে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসহ চতুর্থ সংস্করণ গৃহীত হয়।

১৯৯২ ঈসায়ী সনে ৬ষ্ঠ কেন্দ্রীয় কনফারেন্সে গঠনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনী গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে গঠিত গঠনতন্ত্র সংশোধনী সাব কমিটির সদস্যগণ যথাক্রমে–

১. প্রফেসর মুহাম্মাদ আব্দুল গণি	আহবায়ক
২. মাওলানা মুহাম্মাদ আলী	সদস্য
৩. ড. মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান	সদস্য
৪. অধ্যাপক এ, কে, এম, শামসুল আলম	সদস্য
৫. অধ্যাপক এ, এইচ, এম, শামসুর রহমান	সদস্য ও
৬. অধ্যাপক মুহাম্মাদ হাসানুয্‌যামান	সদস্য।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ ঈসায়ী সনে অনুষ্ঠিত ৭ম কনফারেন্সে গঠনতন্ত্রে কোন সংশোধনী আনা হয়নি।

অতঃপর ২০১০ ঈসায়ী সনে ৮ম কেন্দ্রীয় কনফারেন্সে নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত গঠনতন্ত্র সংশোধনী সাব-কমিটি প্রদত্ত ষষ্ঠ সংস্করণ গৃহীত হয়। কমিটির সদস্যগণ যথাক্রমে–

১. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আযহার উদ দীন	আহবায়ক
২. প্রফেসর এ, এইচ ,এম শামসুর রহমান	সদস্য
৩. অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীব	সদস্য
৪. প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম	সদস্য
৫. এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ ফয়জুল বারী	সদস্য
৬. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন	সদস্য ও

৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম সদস্য।

অনুরূপভাবে ২০১৬ ঈসায়ী সনে অনুষ্ঠিত ৯ম কেন্দ্রীয় কনফারেন্সে গঠনতন্ত্রের সপ্তম সংশোধনী গৃহীত হয়। এ লক্ষ্যে গঠিত গঠনতন্ত্র সংশোধনী সাব কমিটির সদস্যগণ যথাক্রমে–

১. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আযহার উদ দীন আহবায়ক;
২. অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহহাব লাবীব সদস্য সচিব
৩. প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম সদস্য
৪. ড. মুহাম্মাদ রঈস উদ্দিন সদস্য
৫. ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী সদস্য
৬. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী সদস্য ও
৭. এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ ফয়জুল বারী সদস্য।

উল্লেখ্য যে, তৃতীয় হইতে সপ্তম সংশোধনীর ভূমিকাসমূহ ইতোপূর্বে পৃথকভাবে বর্ণিত হইলেও কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় কেবল সংশোধনের সন এবং সাব-কমিটির সদস্যগণের নামের তালিকা প্রদত্ত হইলো।

৮ম সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ। আম্মা বা'দ– সময়ের দাবিকে সামনে রাখিয়া বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর গঠনতন্ত্রের অষ্টম সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সেই লক্ষ্যে গঠনতন্ত্রের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং আকীদাহ, আদর্শ ও চেতনা অক্ষুণ্ন রাখিয়া কতিপয় সংযোজন এবং ধারা-উপধারাসমূহে ঈষৎ পরিবর্তন সাধিত হয়। উক্ত কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। সাব-কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ যথাক্রমে-

০১.	প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম	আহ্বায়ক
০২.	শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী	সদস্য সচিব
০৩.	অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন	সদস্য
০৪.	অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী	সদস্য
০৫.	শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	সদস্য
০৬.	শাইখ আব্দুন নূর বিন আ. জব্বার মাদানী	সদস্য
০৭.	শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন	সদস্য
০৮.	এ্যাডভোকেট ফয়জুল বারী	সদস্য
০৯.	জনাব আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর	সদস্য
১০.	জনাব মুহাম্মদ গোলাম রহমান	সদস্য

উক্ত কমিটির সদস্যগণ কয়েকদফা বৈঠকে মিলিত হইয়া সময়োপযোগী পরিমার্জন ও সংযোজন-বিয়োজন সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে নির্বাহী পরিষদ, কার্যকরী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভায় উত্থাপন করলে তাহা গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

এতদসত্ত্বেও তাহা প্রকাশ করিবার পূর্বে হাল-কমিটির অন্যতম সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী'কে ইহার আদ্যন্ত পাঠের অনুরোধ জানান হয়। তিনিও কতিপয় অসঙ্গিত চিহ্নিত করিলে তাহা সংশোধনপূর্বক মুদ্রণ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এসকল কার্য যাহারা আঞ্জাম দিয়াছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাহাদিগকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন- আমীন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গঠনতন্ত্রের অষ্টম সংশোধনীর অবতরণিকা লিখিবার নিমিত্তে মসি হাতে কিছুটা আবেগ্লাপুত হইয়া পড়ি। কেননা, আজ আমার স্কন্ধে যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে, সেই পদ ও পদবি ইতোপূর্বে অলংকৃত হইয়াছিল ইসলামী ব্যক্তিত্ব সু-সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক ও সমাজ সংস্কারক আল্লাম

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরাইশী (রহ.) ও কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব, ও আমাদের প্রাণপ্রিয় অভিভাবক আল্লামা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)-এর স্পর্শে। তাঁহার প্রস্থানে যথাক্রমে প্রফেসর একেএম শামসুল আলম, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী (রহ.), অধ্যাপক মুহাম্মদ মোবারক আলী (রহ.), প্রফেসর ড. আযহার উদ-দীন (ভারপ্রাপ্ত) এবং আইজিপি (অব.) মুহাম্মদ রুহুল আমীন (আহ্বায়ক) সংগঠনের কার্যাদি আঞ্জাম দিয়াছেন। আমি এবং আমরা আমাদের অগ্রজদিগের ন্যায় এই গঠনতন্ত্রের মান ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখিয়া সংগঠন পরিচালনায় অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় সর্বদা সচেষ্ট থাকিব ইনশা-আল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর দশম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল গঠনতন্ত্রের অষ্টম সংস্করণের ভিত্তিতেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

পরিশেষে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে পুনঃশুকরিয়া জ্ঞাপন ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি সালাত ও সালাম জানিয়ে, এ কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য সাব-কমিটির সদস্যগণসহ সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আসুন, আমরা গঠনতন্ত্রের অধ্যয়ন, অনুসরণ এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠনকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিতে ব্রত হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ ফারুক
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمد الله العظيم ونصلي على رسوله الكريم

কৃপাণিধান দয়াময় আল্লাহর নামে

আমরা মহান আল্লাহর প্রশস্তি গাহি এবং তদীয় মাননীয় রাসূলের প্রতি সালাত প্রেরণ করি।

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

❖ ধারা ১ ॥ নাম ও সীমা

এই দ্বীনী সংগঠনের নাম হইবে **বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস**। এই সংগঠনের কর্মতৎপরতা মূলতঃ বাংলাদেশের রাষ্ট্রসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

❖ ধারা ২ ॥ কেন্দ্রীয় দফতর

এই সংগঠনের কেন্দ্রীয় দফতর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

❖ ধারা ৩ ॥ মূলনীতি

এই সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রমের মূলনীতি কালিমা তাইয়্যেবা–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল। অর্থাৎ তাওহীদ ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

❖ ধারা ৪ ॥ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কালিমা তাইয়্যেবাকে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে রূপায়ণ করিবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে কালিমা তাইয়্যেবাকে বাস্তবায়ন করিবার তাৎপর্য হইতেছেঃ

৪.১ ॥ তাওহীদ ও সুন্নাহর বাস্তবায়নে তৎপর হওয়া : উর্ধ্ব ও নিম্ন জগতসমূহে সার্বভৌম প্রভুত্ব করিবার, উপাস্য ও আরাধ্য হইবার যোগ্যতা, প্রতিপালনকারী, সাহায্যকারী, যাচঞাপূরণকারী হইবার অধিকার এবং সকল বস্তুর জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো দাবী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া একমাত্র তাঁহাকে তাহার বিবৃত সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলী অনুসারে স্রষ্টা ও নিয়ামক মান্য করিয়া তাঁহারই উলূহীয়্যাত (ইবাদতের অধিকার), রুবূবীয়্যাত (প্রভুত্ব ও প্রতিপালনের অধিকার)-কে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করা।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ বিধান আল্লাহ্ তদীয় সর্বশেষ নবী ও নিখিল ধরণীর রহমত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, স্বয়ং তাহা অনুসরণ করিয়া চলা এবং জীবনের প্রতিস্তরে উক্ত বিধানকে বাস্তবায়ন করিবার জন্য আগ্রহশীল ও কর্মতৎপর হওয়া।

৪.২ ॥ কুরআন-সুন্নাহর নিঃশর্ত অনুসরণ : আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল নির্দেশ কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত রহিয়াছে, কোন ওলী, দরবেশ, পীর, মুর্শিদ, মুজতাহিদ, ফকীহ, বিদ্বান, দার্শনিক ও শাসনকর্তার ব্যক্তিগত অথবা দলীয় অনুমতি বা নিষেধের প্রতীক্ষা না করিয়া সেগুলি মান্য করিয়া লওয়া ও প্রতিপালন করিতে অগ্রসর হওয়া এবং কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের নির্দেশ প্রতিপালন করিবার পথে কোন দেশাচার, প্রথা, কাহারও ব্যক্তিগত বা দলীয়, উক্ত বা অনুক্ত বিধি-নিষেধ ও বাধা-বিপত্তির প্রতি দৃকপাত না করা।

৪.৩ ॥ তাকলীদ বর্জন ও ইজতিহাদ অব্যাহত রাখা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে ব্যক্তিগত খামখেয়ালীর বশবর্তী না হইয়া সনদ ও রিওয়ায়াত সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্র বিশারদ (আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীন)গণের সাক্ষ্যকে অগ্রগণ্য করা এবং কোন বিদ্বানেরই ব্যক্তিগত সকল অভিমতকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার না করা।

❖ ধারা ৫ ॥ কর্মসূচি

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একচ্ছত্র নেতৃত্বের আলোকে এক ও অখণ্ড মুহাম্মাদী জামা'আত প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করিবে :

৫.১ ॥ আকীদা সংশোধন ও মৌলিক ইবাদত প্রতিষ্ঠা :

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গণমানুষের আকীদা সংশোধন ও চরিত্র গঠন করা; এবং সমাজে সালাত কায়েম, যাকাত আদায়, সিয়াম পালন ও হাজ্জ সম্পাদনসহ যাবতীয় ইবাদতের সহীহ্ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত রাখা।

৫.২ ॥ দীন ইসলামের সঠিক প্রচার ও প্রতিষ্ঠা :

৫.২.১ ॥ তাওহীদ ও সুন্নাহ্র ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৫.২.২ ॥ সমসাময়িক কালের সকল মতবাদ ও মতাদর্শকে কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার বিবেচনা করিয়া ইসলামের শাশ্বত শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা এবং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে ইসলামের কালজয়ী ও সর্বব্যাপী চরিত্র সম্পর্কে সম্যক অবহিত করা।

৫.২.৩ ॥ ফিকহী মতানৈক্য, রাজনৈতিক দলাদলি, রক্ত-বর্ণ-ভাষা ও পেশাভিত্তিক জাতিভেদ এবং পীর-মুরিদী বা অন্যান্য সকল ফির্কাবন্দীর অবসান ঘটাইয়া মুসলিমদিগকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মর্মমূলে এক, অভিন্ন ও সুসংহত জাতিতে পরিণত করা।

৫.২.৪ ॥ আকীদা ও 'আমল তথা পূর্ণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে তরুণ ও যুব সমাজকে সচেতন, মনোযোগী ও পাবন্দ করিবার লক্ষ্যে জমঈয়ত *শুব্বানে* আহলে হাদীস গঠন করা।

৫.২.৫ ॥ মুসলিম মহিলাদিগকে লইয়া 'মহিলা জমঈয়ত' গঠন করা এবং তাহাদেরকে দীনের সঠিক জ্ঞান দেওয়া।

৫॥২॥৬ ॥ শিশু-কিশোরদিগকে সুসংগঠিত করিবার লক্ষ্যে 'শিশু জমঈয়ত' গঠন করিয়া তাহাদের মাঝে ইসলামী জীবনধারা অনুসরণের অভ্যাস গড়িয়া তোলা।

৫.৩ ॥ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ :

মুসলিমদিগকে শিক্ষিত ও সচেতন করিয়া তোলার লক্ষ্যে তাহাদের মাঝে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক শিক্ষাকে জীবনের প্রতি স্তরে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার মানসিকতা তৈয়ার করা এবং তা'লীম ও তারবিয়্যাতের সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ হইতে সকল কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও

ধর্মহীনতা বিদূরিত করিয়া একটি আদর্শ ও তাক্বওয়াভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।

৫.৪ ॥ সংগঠন প্রতিষ্ঠা :

৫.৪.১ ॥ আহলে হাদীস আকীদা-বিশ্বাস ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করা।

৫.৪.২ ॥ সবধরনের কুফর ও ইলহাদ, শিরক ও বিদ'আত এবং যুল্ম ও ফাসাদ হইতে আত্মরক্ষা করা এবং ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমাজের প্রতি স্তরে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা।

৫.৪.৩ ॥ বাংলাদেশে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে ইসলামী ধ্যান-ধারণা, জীবনবোধ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

৫.৪.৪ ॥ মুসলিমদিগকে স্বাবলম্বী ও অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৫.৪.৫ ॥ যে কোন আপৎকালীন অবস্থায় দেশ ও জাতির খেদমতে অগ্রসর হওয়া।

৫.৫ ॥ সমাজ সংস্কার :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-অখণ্ডতার হিফাযত ও ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সুদৃঢ় অভিমত হইলো ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের যে আদর্শ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত ও রূপায়িত এবং খুলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে, উহা দীন ইসলামের অপরিহার্য অংশ। এই আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পেই পৃথিবীতে মুসলিম জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ইহাও বিশ্বাস করে যে, ইসলামের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের সহিত সমূহবাদ, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ বা রক্ত, বর্ণ, বংশ ও অঞ্চলভিত্তিক আদর্শহীন এবং নিরীশ্বরবাদী, বহুঈশ্বরবাদী সমাজ দর্শন ও জাহিলী আদর্শের সাথে কোন আপোষ সম্ভব নয়। অতএব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুসৃত সামাজিক আদর্শই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের পরিগৃহীত নীতি। এই লক্ষ্যে জমঈয়তের কর্মসূচী হইবে।

৫.৫.১ ॥ জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা : বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এবং ইহার হিফাযতে সর্বশক্তি নিয়োগে বদ্ধপরিকর। এই সংগঠন দেশের সকল অঞ্চলে বিভিন্ন জাতি, গোত্র, সমাজ ও শ্রেণীসমূহের মধ্যে সাম্য-মৈত্রী স্থাপন, সমঝোতা সৃষ্টি, মানবাধিকার ও নায্যাধিকার প্রতিষ্ঠা, দেশপ্রেম জাগ্রত ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সর্বপ্রকার শ্রেণী সংগ্রাম, বিভেদ ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী দলাদলির অবসানকল্পে জনমত গঠনে সর্বতোভাবে প্রয়াসী ও যত্নশীল হইবে।

৫.৫.২ ॥ দলাদলির অবসান : মুসলিমদিগকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ করিবার লক্ষ্যে তাহাদের সামাজিক জীবন পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে গঠন করিতে এবং তাহাদের মধ্য হইতে কায়েমী স্বার্থপ্রণোদিত সর্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও দলাদলির অবসান ঘটাইতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবে।

৫.৫.৩ ॥ কুরআন ও সহীহ হাদীস শিক্ষার প্রসার : প্রত্যেক মুসলিম নাগরিকের জন্য আল কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহর শিক্ষা সুনিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা চালাইবে।

৫.৫.৪ ॥ আইন ও মূল্যবোধের ইসলামীকরণ : ইসলামী আদর্শের নীতিনৈতিকতার মান বজায় রাখিবে ও প্রচলিত আইনসমূহকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসানুগ করিবার অব্যাহত প্রচেষ্টায় অবিচল থাকিবে।

৫.৫.৫ ॥ আদর্শিক আগ্রাসন প্রতিরোধকরণ : বিজাতীয় মতবাদ কিংবা মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত কোন সমাজ বা দল বিশেষের সামাজিক ও ধর্মীয় মতবাদ বা ব্যবহারিক ব্যবস্থাকে অপর সমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়ার যে কোন প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করিবে।

৫.৫.৬ ॥ সামাজিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন প্রতিরোধকরণ : ইসলামী আদর্শ বিরোধী সকলপ্রকার সামাজিক অনাচার ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অবিচল থাকিবে। ইসলাম প্রবর্তিত সুষম অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার পরিপন্থী বিশেষ ব্যক্তি, শ্রেণী বা গোষ্ঠির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করিবার সকল অপচেষ্টা প্রতিরোধ করিবে।

৫.৫.৭ ॥ সেবামূলক কাজ : শিক্ষা ও স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা প্রদানকল্পে সমাজের দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ অংশকে শিক্ষিত, উপার্জনক্ষম ও স্বনির্ভর করিতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের সেবায় অগ্রসর হইবে।

৫.৫.৮॥ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ : উপরোক্ত আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচীর জন্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে সময়োপযোগী ও যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৫.৫.৯ ॥ ইসলামী ফ্রন্ট গঠন : যে সকল সংস্থা বা সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর বিরোধী নহে, যাহারা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শে আস্থাবান এবং বাংলাদেশে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী, যাহারা মুসলিম জাতীয়তার স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এইরূপ সমুদয় সংস্থা বা সংগঠনকে একটি ইসলামী ফ্রন্টে সমবেত করিতে প্রয়াসী হইবে।

৫.৫.১০ ॥ সৎ নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন : যে সকল সংস্থা বা সংগঠন আহলে হাদীসদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না; যাহারা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত আকীদা ও মতবাদ, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আস্থাশীল এবং এই আস্থাকে যাহারা তাহাদের অতীত এবং বর্তমান কার্যকলাপ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে। যাহারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতায় বিশ্বাসী এবং এই রাষ্ট্র ও নাগরিকদের প্রকৃত বন্ধু; যাহারা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী সমর্থন করে; যাহাদের বিরুদ্ধে সুবিধাবাদ, মতের অস্থিরতা, দুর্নীতি, ইসলামের প্রতি বিদ্রুপ ও কটাক্ষ এবং বাংলাদেশের সংহতির বিনষ্টকল্পে শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্র, অনৈসলামী আচরণ ও দুশ্চরিত্রতার পৃষ্ঠপোষকতা, স্বজনপ্রীতি এবং জনগণকে প্রতারণা করিয়া নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করিবার অভিযোগ নাই- এইরূপ সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, দৃঢ়চেতা, তেজস্বী, দীনদার ও যোগ্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাহাতে সমাজের বিভিন্ন পদে আসীন হইতে পারেন, সেই জন্য কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের নির্দেশনা সাপেক্ষে জমঈয়তের নেতৃত্বাধীন পরিচালিত বাংলাদেশের সকল প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট হইবে।

❖ ধারা ৬ ॥ কর্মপদ্ধতি

৬.১ ॥ সংগঠন প্রতিষ্ঠা : বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে সফল ও স্বার্থক করিয়া তুলিবার জন্য শাখা, উপজেলা/এলাকা, জেলা/মহানগর ও কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা।

৬.২ ॥ মুবাল্লিগ পরিষদ গঠন ও প্রশিক্ষণ : ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী, যুগের চিন্তাধারা, অবস্থা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন, জাগ্রতমস্তিষ্ক, দীনদার ও মুখলেস এবং জমঈয়তের প্রতি আনুগত্যশীল বিশ্বস্ত দা'ঈদের সমন্বয়ে মুবাল্লিগ পরিষদ গঠন করা এবং তাহাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৬.৩ ॥ কুরআন ও হাদীসের দারস : মসজিদ ও প্রতিষ্ঠানসমূহে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নিয়মিত দারস প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৬.৪ ॥ সভা-সেমিনার আয়োজন : বিভিন্ন ধর্মীয়, সামাজিক বা জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনার ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা এবং এই সকল সভায় ইসলামী আকীদা ও মনোভাবাপন্ন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক বক্তৃতা/ আলোচনার ব্যবস্থা করা।

৬.৫ ॥ প্রেস ও প্রকাশনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা : সাধারণভাবে ইসলামী বিষয় এবং বিশেষ করিয়া পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধাদি রচনা, অনুবাদ ও প্রকাশ এবং এ লক্ষ্যে আধুনিক প্রেস ও প্রকাশনা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা।

৬.৬ ॥ পত্র-পত্রিকা প্রকাশ : পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের প্রচারকল্পে সাপ্তাহিক, মাসিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা।

৬.৭ ॥ তা'লীমী বোর্ড ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা : পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অবিমিশ্র পঠন ও পাঠন এবং নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবক, কর্মী ও মুবাল্লিগ গঠন এবং প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও যোগ্য খতীব তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় তা'লীমী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিন্ন কারিক্যুলাম ও সিলেবাস অনুসারী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী জীবনদর্শনের আলোকে দেশে প্রচলিত বিধি অনুসারে স্কুল, কলেজ, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মেডিকেল ও টেকনিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

৬.৮ ॥ স্টাডি সার্কল গঠন : স্টাডি সার্কল গঠন, নির্দিষ্ট বিষয়ে পঠন-পাঠন, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে তাওহীদ ও সুন্নাহ্ সম্পর্কে গণসচেতনতা জাগ্রত করা।

৬.৯ ॥ পাঠাগার ও বই বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা : কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পরিচালনায় একটি পাঠাগার ও বই বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। ইহা ছাড়া অধস্তন প্রতিটি

সাংগঠনিক স্তরেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় সমৃদ্ধ পাঠাগার ও বই বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

৬.১০ ॥ বায়তুলমাল ও চ্যারিটি ফান্ড গঠন : জমঈয়তের কর্মসূচীকে সফল করিবার জন্য একটি সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত সাধারণ বায়তুলমাল এবং দুস্থ ও বিপন্নদের সাহায্যার্থে একটি চ্যারিটি ফান্ড গঠন করা।

৬.১১ ॥ আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন : বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পকারখানা, ইসলামী শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করা।

৬.১২ ॥ মিডিয়া সেল স্থাপন : রেডিও, টিভি, ওয়েবসাইট ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় পবিত্র কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের প্রচারকল্পে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে শক্তিশালী মিডিয়া সেল স্থাপন করা।

৬.১৩ ॥ খিদমাতে খালক্ : জনসেবার লক্ষ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়, ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প, ক্লিনিক, হাসপাতাল, ইয়াতিমখানা, নওমুসলিম প্রকল্প, পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং সেবামূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা।

৬.১৪ ॥ চ্যারিট্যাবল ট্রাস্ট গঠন : জমঈয়তের মালিকানাধীন বিভিন্ন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশনা ও সিদ্ধান্তসাপেক্ষে চ্যারিটাবল ট্রাস্ট গঠন করা।

৬.১৫ ॥ জমঈয়তের নিজস্ব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও আয়ের ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে দেশের প্রচলিত আইনী কাঠামোর মধ্যে কাজ করিবার জন্য জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করিয়া দায়িত্ব প্রদান করিবে এবং উল্লেখিত বিষয়ে আইনানুগ নীতিমালা, বিধিবিধান তৈয়ার, অর্থ/তহবিল গঠন, বরাদ্দকরণ, প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রস্তুতকরণ, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৬.১৬ ॥ মানব কল্যান, উন্নয়ন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মূলক ব্যবহারিক শিক্ষা অর্জন ও প্রসারের নিমিত্তে জমঈয়তের সম্পত্তি হইতে বরাদ্দকৃত/হস্তান্তরিত জমিতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য গঠনকৃত কমিটি সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক যাবতীয় কার্য/দায়িত্ব পালন, নীতিমালা প্রণয়ন, প্রয়োজনীয় অর্থ/তহবিল সংগ্রহকরণ, আয়-ব্যয় সংরক্ষণ, প্রজেক্ট তৈরীকরণ, কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন প্রভৃতি করিবেন। এই বিষয় প্রতিবেদনের মাধ্যমে (আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও অন্যান্য কার্যক্রম) জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটিকে অবহিত করিবেন।

❖ ধারা ৭ ॥ সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা

ইতোপূর্বে বর্ণিত আকীদা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মসূচী এবং কর্মপদ্ধতিকে বাস্তবায়ন করিবার জন্য নিম্নরূপ সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে :

৭.১ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়ত প্রতিষ্ঠা : বাংলাদেশের সমুদয় জনপদের আহলে হাদীস আকীদা ও লক্ষ্যের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় জমঈয়ত প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইবে।

৭.২ ॥ অধস্তন সংগঠন প্রতিষ্ঠা : কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে শাখা, এলাকা/উপজেলা ও জেলা জমঈয়তসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে দুইটি অথবা দুইয়ের অধিক জেলার সমন্বয়ে একটি সাংগঠনিক জেলা গঠন করা যাইবে। তবে কাজের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত মনে করিলে কোন বৃহত্তর জেলাকে বিভক্ত করিয়া একাধিক সাংগঠনিক জেলা গঠন করিতে পারিবে।

৭.৩ ॥ প্রবাসী সংগঠন প্রতিষ্ঠা : বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী নাগরিকদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়মনীতি মানিয়া প্রবাসী জমঈয়ত গঠন করা যাইতে পারে। বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের লইয়া গঠিত প্রবাসী সংগঠন গঠনতন্ত্রের ধারা- ১১ অনুসারে বাংলাদেশের শাখা, এলাকা, উপজেলা এবং জেলা জমঈয়তের মর্যাদা লাভ করিবে।

৭.৪ ॥ অধস্তন সংগঠনসমূহের মর্যাদা ও পরিধি : শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কর্মতৎপরতা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে এবং নগরের প্রতি জুমু'আ মসজিদের অন্তর্ভুক্ত জনগণের মধ্যে বা প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং এলাকা/উপজেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কর্মতৎপরতা উক্ত জমঈয়তের অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চলসমূহে, নগরে ও প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং জেলা জমঈয়তের কর্মতৎপরতা স্ব-স্ব জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে মহানগর জমঈয়ত গঠন করা যাইবে। মহানগর জমঈয়ত একটি জেলা জমঈয়তের মর্যাদা ও অধিকার লাভ করিবে।

৭.৫ ॥ জমঈয়তের কমিটি স্তর : কেন্দ্রীয় জমঈয়তে চারস্তর এবং অধস্তন সংগঠনে তিনস্তরের সাংগঠনিক কমিটি থাকিবে।

৭.৫.১ ॥ সাধারণ পরিষদ (জেনারেল কমিটি) : সাংগঠনিক ৪৫টি জেলা থেকে মোট ৫০০ জন এবং সভাপতি কর্তৃক মনোনীত ১৩ জন লইয়া সর্বমোট ৫১৩ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটি থাকিবে। যাহা ১২.২.১ উপধারায় উল্লেখ করা হইয়াছে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল কমিটির সভা প্রতি বছরে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হইবে।

৭.৫.২ ॥ কার্যকরী পরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি) : সর্বমোট ৮৫ জন সদস্য লইয়া বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কার্যকরী পরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি– গঠিত হইবে। যাহা ১২.৩.২ উপধারায় উল্লেখ আছে। প্রতি ছয় মাসে অন্যূন একবার কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৭.৫.৩ ॥ নির্বাহী পরিষদ : কার্যকরী পরিষদের নির্বাহী দায়িত্বপ্রাপ্তদের লইয়া গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদ। উন্নয়ন পর্যালোচনা ও পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন মোতাবেক প্রতি দুইমাসে একবার এই পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইবে ৩৩ জন। যাহা ১২.৩.৩ উপধারায় বর্ণিত হইয়েছে।

৭.৫.৪॥ উপদেষ্টা পরিষদ : এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইবে অন্যূন ২৫ জন। যাহা ১২.৩.৪ উপধারায় বর্ণিত হইয়াছে

❖ ধারা ৮ ॥ সদস্য হওয়ার যোগ্যতা

৮.১ ॥ বয়স ও পদ্ধতি : আঠার বৎসর বা উহার অধিক বয়স্ক যে কোন পুরুষ ও নারী উপরের তৃতীয় ও চতুর্থ ধারায় বর্ণিত মূলনীতি ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের তাৎপর্য উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করিলে, মুখে উচ্চারণ করিলে এবং তদনুসারে জীবন গঠন করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া নির্দিষ্ট অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিলে, তিনি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাধারণ সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

৮.২ ॥ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুধাবন করা : প্রত্যেক সদস্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশদভাবে অনুধাবন করিবেন এবং উহাকেই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিবেন;

৮.৩ ॥ নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া চলা : তিনি গঠনতন্ত্রে বর্ণিত জমঈয়তের নিয়ম শৃঙ্খলা পূর্ণভাবে অনুসরণ করিবেন।

৮.৪ ॥ ভিন্ন সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক : প্রত্যেক সদস্য আরও অঙ্গিকারাবদ্ধ হইবেন যে, যে সকল সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের আকীদা, আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও নেতৃত্ব বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি হইতে ভিন্নতর, তিনি সেই সকল সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইবেন না।

৮.৫ ॥ সহীহ 'আমল করা : তিনি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নিয়মিত 'আমল করিবেন এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন যাপনে ব্রতী হইবেন।

❖ ধারা ৯ ॥ সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা

৯.১ ॥ ভিন্ন সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক : যে সকল সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বজনীন ও শাশ্বত নেতৃত্ব ও ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহ প্রতিষ্ঠার এবং মুসলিম জাতীয়তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রতিশ্রুতি নাই, সেই সকল সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কোন নেতা বা কর্মী জমঈয়তের কোন শাখা, এলাকা/উপজেলা, জেলা বা কেন্দ্রের কোন নির্বাহী পদে আসীন হইতে পারিবেন না।

৯.২ ॥ ভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসে অবস্থান : যে সকল সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান মুসলিম জাতির আন্তঃসামাজিক আকীদা ও আচরণে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে, যাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মসূচী আহলে হাদীসদের কর্মপন্থা ও ঐতিহ্যের সহিত অসংগতিপূর্ণ, সেই সকল সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কোন ব্যক্তিকে জমঈয়তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে না।

❖ ধারা ১০ ॥ নেতৃবৃন্দের যোগ্যতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য

১০.১ ॥ ইলমী যোগ্যতা : ইসলাম ও জাহিলিয়াত, তাওহীদ ও শির্ক, সুন্নাহ ও বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান সকল সদস্যের মধ্যে এবং অপরকে ইহা বুঝাইবার মত জ্ঞান সকল পর্যায়ের নেতা ও কর্মীর মধ্যে অবশ্যই থাকিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সকলকেই জমঈয়ত কর্তৃক নির্ধারিত (এই গঠনতন্ত্রের পরিশিষ্টে সংযুক্ত) সিলেবাস অনুসরণ করিতে হইবে।

১০.২ ॥ কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণ : নিজের 'আকীদা ও 'আমল, চিন্তা-ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি আচার আচরণকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসারে এবং সালাফদের পদ্ধতিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জীবনের উদ্দেশ্য, পছন্দ-অপছন্দ এবং আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কুরআন ও সুন্নাহকে গ্রহণ করিতে এবং স্বেচ্ছাচারের পথ পরিহার করিয়া নিজেকে ইসলামী জীবন বিধানের অনুসারী ও অধীন করিতে হইবে।

১০.৩ ॥ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী মতবাদ বর্জন : পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী সকল প্রকার রসম-রেওয়াজ ও নিয়ম-প্রথা হইতে নিজেকে মুক্ত এবং অন্যদের মুক্ত রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

১০.৪ ॥ দীনের ব্যাপক প্রচার : সাধারণভাবে সদস্যগণের বিশেষভাবে সকল পর্যায় ও শাখার নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপন পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী

এবং পরিচিতজনের মধ্যে দীন প্রচারের মানসিকতা ও আগ্রহ অবশ্যই থাকিতে হইবে।

১০.৫ ॥ সম্প্রীতি রক্ষা ও সময়দান : জমঈয়তের সকল সদস্যের মধ্যে সৌহার্দ্য ও প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে এবং সাংগঠনিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত সময়, শ্রম ও অর্থদানে অগ্রণী হইতে হইবে।

❖ ধারা ১১ ॥ বিভিন্ন স্তরে জমঈয়তের গঠন পদ্ধতি

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিভিন্নস্তরের জমঈয়ত গঠিত হইবে :

১১.১ ॥ শাখা জমঈয়ত গঠন : বাংলাদেশের যে কোন গ্রাম, জনপদ এবং শহরের যে কোন মসজিদের কিংবা যে কোন প্রতিষ্ঠানের অন্যূন তিন জন মুসলিম বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গঠনতন্ত্র মানিয়া লইয়া জমঈয়তের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষরদান করিলে তাঁহারা স্ব-স্ব গ্রামে, জনপদে অথবা শহরের মসজিদে অথবা প্রতিষ্ঠানে শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠন করিতে পারিবেন। কোন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসরত কর্মীদের নিয়া স্থানীয় মসজিদভিত্তিক বা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠন করা সম্ভব না হইলে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১১.২ ॥ শাখা জমঈয়তের কমিটি : প্রত্যেক গ্রাম বা জনপদ অথবা শহরের মসজিদের বা প্রতিষ্ঠানের যে সকল মুসলিম নর-নারী বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া চলিতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হইয়া উহার অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, তাঁহারা সকলেই সংশ্লিষ্ট শাখা জমঈয়তের **সাধারণ সদস্য (জেনারেল কমিটি)** বলিয়া গণ্য হইবেন। এই সকল সদস্য তাঁহাদের শাখা জমঈয়তের জন্য সর্বোচ্চ ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি) গঠন করিবেন। তন্মধ্যে ১জন সভাপতি, ২জন সহ-সভাপতি, ১জন সেক্রেটারী, ১জন কোষাধ্যক্ষ, ১জন সহকারী সেক্রেটারী, ১জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১জন দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক, ১জন প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক, ১জন শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক, ১জন মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক, ১জন পাঠাগার সম্পাদক এবং ১জন অফিস সম্পাদক– এই ১৩ জন নির্বাহী দায়িত্বশীলসহ আরো ৬ জন সদস্য থাকিবেন।

কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং গ্রাম জনপদ বা শহরের মসজিদের বা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সদস্যবৃন্দকে লইয়া শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠিত

হইবে। স্থানীয় মসজিদের খতীব/ইমামকে শাখা জমঈয়তের কমিটিতে রাখিতে হইবে।

অনূর্ধ্ব ১০জন বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে শাখা জমঈয়তের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হইবে।

১১.৩ ॥ শাখা জমঈয়তের পরিধি ও দফতর : একই গ্রামে বা জনপদে একাধিক জুমু'আ মসজিদ থাকিলে প্রত্যেক মসজিদে শাখা জমঈয়ত গঠিত হইবে। গ্রামের বা শহরের জুমু'আ মসজিদ অথবা সর্বসম্মতভাবে কোন স্থানে শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীসের দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

১১.৪ ॥ মহিলা ও শিশু-কিশোর জমঈয়ত : মুসলিম মহিলাদের মধ্যে যাহারা জমঈয়তের গঠনতন্ত্র মানিয়া চলিবেন, তাঁহারা উপরিউক্ত নিয়মে স্ব-স্ব স্থানে মহিলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের শাখা গঠন করিতে পারিবেন এবং তাঁহারাই উহার কর্মকর্তা নির্বাচিত হইবেন। তাঁহারা শাখা জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। অনুরূপ শিশু-কিশোর জমঈয়ত গঠিত হইবে।

১১.৫ ॥ এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের পরিধি ও দফতর : সুবিধামতো ৩ হইতে ৫০টি পর্যন্ত শাখা জমঈয়ত লইয়া একটি এলাকা/উপজেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠিত হইবে। সন্নিহিত বাজার, শহর বা কোন প্রকাশ্য স্থানে এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের দফতর স্থাপিত হইবে।

১১.৬ ॥ এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের কমিটি : যে সকল শাখা জমঈয়ত তাহাদের অঞ্চলে এলাকা/উপজেলা জমঈয়ত গঠন করিতে অগ্রসর হইবেন, সেই সকল শাখা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ নির্ধারিত দিবসে একত্রিত হইয়া জমঈয়ত হিতৈষী আলেম ও শিক্ষিত সুধীজন এবং সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে এলাকা/উপজেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের অনূর্ধ্ব ৬১ সদস্যবিশিষ্ট জেনারেল কমিটি গঠন করিবেন। জেনারেল কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে ১জন সভাপতি, ৩জন সহ-সভাপতি, ১জন সেক্রেটারী, ১জন কোষাধ্যক্ষ, ১জন সহকারী সেক্রেটারী, ১জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১জন দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক, ১জন প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক, ১জন শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক, ১জন মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক, ১জন সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক, ১জন পাঠাগার সম্পাদক এবং ১জন অফিস সম্পাদক– এই ১৫ জন কার্যনির্বাহী দায়িত্বশীল এবং ১০ জন সদস্য লইয়া এলাকা/উপজেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের ২৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠিত হইবে।

অনুর্ধ্ব ১৩ জন বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে।

১১.৭ ॥ জেলা জমঈয়তের পরিধি ও গঠনপদ্ধতি : জমঈয়তের প্রত্যেকটি সাংগঠনিক জেলায় একটি জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস গঠিত হইবে। কোন জেলায় অন্তত ৩টি এলাকা/উপজেলা জমঈয়ত অর্থাৎ ৯টি শাখা জমঈয়ত থাকিলে তাহা তিনটি এলাকায় বিভক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অনুমতি সাপেক্ষে জেলা জমঈয়ত গঠন করিতে পারিবে। জেলা জমঈয়ত গঠন করিতে হইলে একটি জেলা কনফারেন্স আহ্বান করিতে হইবে। শাখা ও এলাকা/উপজেলা জমঈয়তসমূহের কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ এবং জমঈয়ত হিতৈষী আলেম ও শিক্ষিত সুধীজন এবং সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে জেলা জমঈয়তের অনূর্ধ্ব ১০১ সদস্যবিশিষ্ট জেনারেল কমিটি গঠিত হইবে। এই জেনারেল কমিটি জেলা কনফারেন্সে প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যালটে জেলা সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত করিবে। জেলা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদের অন্যান্য পদসমূহ পরামর্শের ভিত্তিতে এমনভাবে পূরণ করিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক এলাকা/উপজেলা জমঈয়ত হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইতে পারেন।

১১.৮ ॥ জেলা জমঈয়তের কমিটি :

জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যকরী কমিটিতে একজন সভাপতি, চারজন সহ-সভাপতি, একজন সেক্রেটারী, একজন কোষাধ্যক্ষ, দুইজন সহকারী সেক্রেটারী, একজন সাংগঠনিক সম্পাদক, একজন দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক, একজন তা'লীম ও তারবিয়াত সম্পাদক, একজন প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক, একজন শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক, একজন মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক, একজন সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পাদক, একজন পাঠাগার সম্পাদক ও একজন দফতর সম্পাদক এবং ১৯ জন সদস্য থাকিবেন।

উল্লেখিত ১৮ জন নির্বাহী কর্মকর্তা ও ২০ জন সদস্য লইয়া জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৭ জন হইবে। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জেলা জমঈয়তের কমিটি গঠিত হইবে।

বয়োজ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের অনুর্ধ্ব ১৭জন সমন্বয়ে জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করিতে হইবে।

১১.৯ ॥ জেলা জমঈয়তের দফতর : জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের দফতর জেলা শহরে স্থাপিত হইবে। বিশেষ কারণে জেলা শহরে সম্ভবপর না হইলে জেলার অন্তর্গত রেল অথবা সড়ক যোগাযোগের সুবিধা আছে এইরূপ শহর বা বন্দরেও জেলা জমঈয়তের দফতর স্থাপন করা যাইবে; কিন্তু ইহা কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের অনুমতি সাপেক্ষে হইবে।

১১.১০ ॥ মহানগর জমঈয়ত : দেশের বিভাগীয় শহর বা মহানগরসমূহের শাখা/ওয়ার্ড জমঈয়তসমূহ সংশ্লিষ্ট মহানগর জমঈয়তের মূল কমিটির সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং মহানগর জমঈয়তসমূহ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত হইবে। মহানগর জমঈয়তের গঠন প্রক্রিয়া জেলা জমঈয়তের অনুরূপ হইবে। ঢাকা মহানগরীকে প্রশাসনিক সীমানা অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

❖ ধারা ১২ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের গঠন পদ্ধতি

বাংলাদেশের রাজধানী অথবা কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের যে কোন জেলা শহরে অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কনফারেন্স আহ্বান করা হইবে।

১২.১ ॥ স্টিয়ারিং কমিটি ও নির্বাচন কমিশন : কেন্দ্রীয় কনফারেন্স পরিচালনার জন্য ০৬ মাস পূর্বে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ওয়ার্কিং কমিটি ২৩ সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করিবে। কনফারেন্সের কর্মসূচী নির্ধারণ, বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন, জেলা জমঈয়ত হইতে প্রতিনিধি বক্তা নির্বাচন, গৃহীতব্য প্রস্তাবাবলীর খসড়া উপস্থাপন, আমন্ত্রিত মেহমান ও অতিথি বক্তাদের ভাষণ এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম ইত্যাদি পরিচালনা করা স্টিয়ারিং কমিটির দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্টিয়ারিং কমিটি একজনকে প্রধান করিয়া মোট ০৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে।

১২.২ ॥ অভ্যর্থনা কমিটি ও ডেলিগেট :

১২.২.১ ॥ দেশের যে অঞ্চলে কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে, উক্ত অঞ্চলের আহলে হাদীস অধিবাসীবৃন্দ নির্দিষ্ট ফীস দিয়া কনফারেন্সের অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন। কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় মনোনীত স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব অভ্যর্থনা পরিষদের আহ্বায়ক ও সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২.২.২ ॥ বাংলাদেশের সকল সাংগঠনিক জেলা হইতে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট সংখ্যক ডেলিগেট প্রেরণ করা যাইবে। জেলা জমঈয়ত প্রতিটি এলাকা/উপজেলা হইতে ডেলিগেটগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। সকল ডেলিগেট নির্দিষ্ট ফীস প্রদান করিবেন।

১২.২.৩ ॥ জেলা জমঈয়তসমূহ এলাকা/উপজেলা জমঈয়তসমূহের সাথে পরামর্শক্রমে ডেলিগেটগণকে মনোনীত করিবেন। যে স্থানে জেলা জমঈয়ত নাই, সেই স্থানে উপজেলা জমঈয়তসমূহ ডেলিগেট মনোনীত করিবেন। এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের অভাবে শাখা জমঈয়তগুলি ডেলিগেট প্রেরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

১২.৩ ॥ চার স্তর বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি :

১২.৩.১॥ কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ (কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটি) গঠন : কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সর্ববৃহৎ ফোরাম। কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও জেলা, এলাকা/উপজেলা ও শাখা জমঈয়তসমূহের নির্বাহী দায়িত্বশীলগণ এই পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সকল কমিটি এই পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে। কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির নির্বাহী দায়িত্বশীলবৃন্দ (নির্বাহী পরিষদ) এই পরিষদেরও কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। নির্বাচন কমিশন নিম্নবর্ণিত ৪৫টি সাংগঠনিক জেলা হইতে নির্ধারিত সংখ্যানুপাতে মোট ৫০০ জনকে কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির সদস্য নির্বাচন করিবেন। তাঁহারাই ১২.৩.২ উপধারা মতে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ গঠন করিবেন।

জেলা জমঈয়ত হইতে মনোনীত জেনারেল কমিটির সদস্য সংখ্যা

ক্র:	জেলার নাম	সংখ্যা
০১.	কিশোরগঞ্জ (ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ)	০৮ জন
০২.	কুড়িগ্রাম (আহ্বায়ক কমিটি)	০৫ জন
০৩.	কুমিলা (চাঁদপুর)	১২ জন
০৪.	কুষ্টিয়া	০৯ জন

০৫.	খুলনা	০৯ জন
০৬.	গাইবান্ধা	১৯ জন
০৭.	গাজীপুর জেলা	১১ জন
০৮.	গাজীপুর মহানগর	০৯ জন
০৯.	চট্টগ্রাম (কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ)	০৩ জন
১০.	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	১৯ জন
১১.	জয়পুরহাট	১১ জন
১২.	জামালপুর	১৫ জন
১৩.	ঝিনাইদহ	০৬ জন
১৪.	টাঙ্গাইল	১৮ জন
১৫.	ঠাকুরগাঁও	১৩ জন
১৬.	ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ- ৩১ + উত্তর- ২২	৫৩ জন
১৭.	ঢাকা জেলা (মানিকগঞ্জ সহ)	১৫ জন
১৮.	দিনাজপুর	১৭ জন
১৯.	নওগাঁ	১০ জন
২০.	নরসিংদী	১০ জন
২১.	নাটোর	০৯ জন
২২.	নারায়ণগঞ্জ জেলা	১৫ জন
২৩.	নারায়ণগঞ্জ মহানগর- (আহ্বায়ক কমিটি)	০৫ জন
২৪.	নীলফামারী	০৮ জন
২৫.	নেত্রকোণা	০৫ জন
২৬.	নোয়াখালী (ফেনীসহ)- (প্রক্রিয়াধীন)	০৩ জন
২৭.	পঞ্চগড়	০৬ জন
২৮.	প্রবাসী সদস্য	১০ জন
২৯.	পাবনা	১৬ জন
৩০.	ফরিদপুর (রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জসহ)	০৫ জন
৩১.	বগুড়া	১৭ জন
৩২.	বরিশাল (পিরোজপুরসহ)	০৫ জন
৩৩.	বাগেরহাট	০৯ জন
৩৪.	ময়মনসিংহ	১২ জন
৩৫.	মেহেরপুর (চুয়াডাঙ্গা সহ)	০৮ জন
৩৬.	মুন্সীগঞ্জ (প্রক্রিয়াধীন)	০৩ জন
৩৭.	যশোর	১০ জন

৩৮.	রংপুর	১৫ জন
৩৯.	রাজশাহী জেলা	১৫ জন
৪০.	রাজশাহী মহানগর	০৭ জন
৪১.	লালমনিরহাট- (আহ্বায়ক কমিটি)	০৫ জন
৪২.	শেরপুর	০৫ জন
৪৩.	সাতক্ষীরা	১৩ জন
৪৪.	সিরাজগঞ্জ	১৫ জন
৪৫.	সিলেট (হবিগঞ্জ সহ)	০৭ জন
	সর্বমোট	৫০০ জন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি নির্বাহী পরিষদের পরামর্শক্রমে এই পরিষদে আরো ১৩ (তের) জন সদস্য সরাসরি মনোনীত করিতে পারিবেন। ফলে কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা হইবে ৫১৩ (পাঁচশত তের) জন এবং তাহারাই কাউন্সিলর হিসাবে গণ্য হইবেন।

১২.৩.২ ॥ কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ (কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি) : নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটির সদস্যদের মধ্য হইতে সভাপতি একজন; সহ-সভাপতি নয়জন; সেক্রেটারী জেনারেল একজন; কোষাধ্যক্ষ একজন, সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল একজন; যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল একজন, সাংগঠনিক সেক্রেটারী একজন; দাওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; অর্থ-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; মাসাজিদ ও মাদারিস বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; আইন বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; মহিলা ও শিশু বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; সমাজসেবা ও জনকল্যাণ বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; ইয়াতীম ও নও-মসুলিম বিষয়ক সেক্রেটারী একজন, দফতর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারী একজন; সহকারী দাওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সেক্রেটারী একজন; সহকারী অর্থ-পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক সেক্রেটারী এই ৩৩ জন নির্বাচন করিবেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য একজন অফিস সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবেন, যিনি নির্বাহী পরিষদের সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

জেলা জমঈয়তসমূহের সভাপতি অথবা সেক্রেটারী পদাধিকারবলে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য হইবেন এবং তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ৪৫। সভাপতি নির্বাহী পরিষদের পরামর্শক্রমে আরো ৭ জন কার্যকরী পরিষদ সদস্য মনোনীত করিবেন। অতএব, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা হইবে ৮৫ জন।

পরামর্শের ভিত্তিতে কিংবা প্রত্যক্ষ এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে উক্ত পরিষদের সভাপতি, সেক্রেটারী জেনারেলসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল নির্বাচিত/মনোনীত হইবেন, যা ১৪.২ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পরিষদ জেনারেল কমিটির সভায় অনুমোদন লাভের পর কনফারেন্সের উন্মুক্ত অধিবেশনে উপস্থাপিত হইবে।

কার্যকরী পরিষদের সকলকে অবশ্যই আলিম, শিক্ষাবিদ কিংবা বুদ্ধিজীবী কিংবা দানশীল ও পরহেযগার ব্যক্তি হইতে হইবে এবং জমঈয়তের অধীনে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। কেন্দ্রীয় জমঈয়ত প্রয়োজন মনে করিলে কার্যকরী পরিষদের কাউকে কোন জেলার কিংবা কোন অধস্তন সংগঠনের সমন্বয়কারী/ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবেন। কার্যকরী পরিষদ সার্বিকভাবে সাধারণ পরিষদ বা জেনারেল কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

১২.৩.৩ : কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ : ১২.৩.২ উপধারায় বর্ণিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ৩১ জন দায়িত্বশীল সমন্বয়ে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে।

১২.৩.৪ ॥ কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ : জমঈয়তের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যাহারা ইতোপূর্বে জমঈয়তের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান ও অবদান রাখিয়াছেন এবং এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন অথবা খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, আলিম, গবেষক, প্রশাসক সমাজসেবক বা সমাজপতিদের সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেলের পরামর্শক্রমে এই পরিষদ গঠন করিবে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইবে অন্যন ২৫ জন। কেন্দ্রীয় কনফারেন্সে অথবা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে এই পরিষদের নাম ঘোষিত হইবে।

উপদেষ্টা পরিষদের পদমর্যাদা সহ-সভাপতিগণের সমপর্যায়ে হইবে। জমঈয়তের সভাপতি এই পরিষদের সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

❖ ধারা ১৩ ॥ কেন্দ্রীয় কনফারেন্স

১৩.১ ॥ প্রতি চার বৎসরে একবার বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইবে ইনশা-আল্লাহ।

১৩.২ ॥ উপধারা ১২.১ ও ১২.২ অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি, অভ্যর্থনা কমিটি, ডেলিগেট ও নির্বাচন কমিশন গঠিত হইবে।

১৩.৩ ॥ এই কনফারেন্সে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের যাবতীয় কর্মতৎপরতার রিপোর্ট ও অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন করা হইবে, ভবিষ্যত কর্মসূচী ও কার্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হইবে। প্রয়োজনবোধে গঠনতন্ত্রের সংশোধন সাধিত হইতে পারিবে। কনফারেন্সে প্রস্তাবাবলী গৃহীত হইবে। কেন্দ্রীয় কমিটি পরামর্শের ভিত্তিতে কিংবা প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পুনর্গঠিত হইবে।

১৩.৪ ॥ কনফারেন্সে সকল ধর্ম, বর্ণ, সমাজ ও শ্রেণীর লোক আমন্ত্রিত হইবে এবং জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াত ও সাংগঠনিক তৎপরতার উদ্দেশ্য, নীতি, আদর্শ ও কার্যক্রমের বিবরণ সকলের সম্মুখে উপস্থাপন করা হইবে।

১৩.৫ ॥ কনফারেন্সে দেশের ও বহির্দেশের যে কোন সুযোগ্য আহলে হাদীস বিদ্বান স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রধান অতিথি কিংবা বিশেষ হিসাবে আমন্ত্রিত হইতে পারিবেন।

❖ ধারা ১৪ ॥ নির্বাচন বিধি

১৪.১ ॥ এলাকা/উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নির্বাহী পরিষদের, কার্যকরী পরিষদের ও সাধারণ পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের স্ব স্ব অঞ্চলের শাখা জমঈয়তের সাধারণ সদস্য অবশ্যই হইতে হইবে। তবে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

১৪.২ ॥ নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় নির্বাহীর প্রত্যেক কর্মকর্তাকে পরামর্শের ভিত্তিতে কিংবা প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত করিবেন। কোন কারণে সকল পদে নির্বাচন সম্ভব না হইলে, শুধু সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেল পদে নির্বাচন হইবে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নবনির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেলের সাথে পরামর্শ করিয়া অন্যান্য পদ পূরণ করিবেন।

১৪.৩ ॥ কনফারেন্সের পূর্বেই প্রত্যেকের সদস্য-ফী হাল সন পর্যন্ত পরিশোধ থাকিতে হইবে।

১৪.৪ ॥ কোন ব্যক্তি শাখা, এলাকা/উপজেলা, জেলা বা কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কোন পদ লাভ করিবার জন্য প্রার্থী হইতে কিংবা ক্যানভাসিং করিতে পারিবেন না।

১৪.৫ ॥ জমঈয়তের বিভিন্ন স্তরে উচ্চতর নির্বাহী পদে কেউ নির্বাচিত/মনোনীত হইলে নিম্নতর বা অধস্তন নির্বাহী পদ হইতে তিনি অব্যহতি নিবেন। সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের ওয়ার্কিং কমিটি শূন্য হওয়া পদটি পূরণ করিবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন দায়িত্বশীলের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ওয়ার্কিং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

❖ ধারা ১৫ ॥ বিভিন্ন স্তরের জমঈয়তসমূহের মেয়াদ

১৫.১ ॥ শাখা, এলাকা/উপজেলা ও জেলা জমঈয়তের কার্যকাল তিন বৎসর এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কার্যকাল চার বৎসর হইবে। প্রতি তিন বৎসর অন্তর শাখা, এলাকা, উপজেলা ও জেলা জমঈয়তসমূহের নতুন কমিটি পরামর্শের ভিত্তিতে কিংবা প্রত্যক্ষ ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে গঠিত হইবে। কোন বিশেষ অবস্থা বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান বিলম্বিত হইলে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত জেলা ও এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের এবং জেলা জমঈয়ত শাখা জমঈয়তের কার্যকাল বিশেষ কারণে ছয় মাসের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবে।

১৫.২ ॥ বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের মেয়াদ এক সৎসরের জন্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

❖ ধারা ১৬ ॥ সদস্যগণের রেকর্ড বই

শাখা জমঈয়তসমূহের সেক্রেটারীগণ তাহাদের অধিনস্ত শাখা জমঈয়তের সদস্যগণের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি জমঈয়তে আহলে হাদীসের অঙ্গিকারপত্রে গ্রহণ করিবেন এবং উহাতে সদস্যদের নাম, ঠিকানা ও প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিবেন। শাখা জমঈয়তের সেক্রেটারী উক্ত তালিকা তাঁহার কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া সভাপতির স্বাক্ষর লইবেন। তালিকার অবিকল একখানা কপি শাখা জমঈয়তের দফতরে সংরক্ষণ করিবেন এবং মূলকপি এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের নিকট জমা দিবেন। এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের সেক্রেটারী উহার কপি তাহার উপজেলা রেকর্ড বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া মূল তালিকাখানি নিজের এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের সভাপতির স্বাক্ষরসহ তালিকা প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে জেলা জমঈয়তের নিকট পাঠাইবেন। জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারী তাহার জেলা রেকর্ড বহিতে উক্ত তালিকার কপি লিপিবদ্ধ করিয়া মূল তালিকায় নিজের ও জেলা জমঈয়তের সভাপতির স্বাক্ষরসহ এক মাসের মধ্যে উহা কেন্দ্রীয় জমঈয়তে পাঠাইবেন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারী জেনারেল তাহার রেকর্ড বহিতে তালিকাগুলি জেলাওয়ারী সংরক্ষণ করিবেন।

❖ ধারা ১৭ ॥ অনুমোদন

১৭.১ ॥ যে সকল প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মূল আকীদা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী মানিয়া লইয়া বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গঠনতন্ত্র অনুসারে গঠিত হইবে, কেবল সেই প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদন লাভের অধিকারী হইবে।

১৭.২ ॥ শাখা জমঈয়তকে এলাকা/উপজেলা জমঈয়ত হইতে এবং এলাকা/উপজেলা জমঈয়ত জেলা জমঈয়ত হইতে এবং জেলা জমঈয়তকে কেন্দ্রীয় জমঈয়ত হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

❖ ধারা ১৮ ॥ শাখা জমঈয়তসমূহের কর্মসূচী

১৮.১ ॥ শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীসের দফতর যে মসজিদে স্থাপিত তথায় প্রতি সপ্তাহে শাখা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দকে সভা/বৈঠক আয়োজন করিতে হইবে।

১৮.২ ॥ শাখা জমঈয়তের সাপ্তাহিক সভাসমূহ নিম্নলিখিত কার্যসূচী বাস্তবায়ন করিবে:

১৮.২.১ ॥ গ্রামের বা মহল্লার সমুদয় নর-নারী যাহাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করেন তাহার সুব্যবস্থা করা;

১৮.২.২ ॥ জুমু'আর সালাতে যাহাতে কোন পুরুষ শরয়ী উযর ব্যতীত অনুপস্থিত না থাকেন, তজ্জন্য যথাবিহিত উপায় অবলম্বন করা;

১৮.২.৩ ॥ প্রত্যেক মসজিদে প্রয়োজন অনুসারে দিবা/নৈশ মক্তবের ব্যবস্থা করিয়া বয়স্ক পুরুষ ও অপরিণত বয়সের বালক-বালিকাদিগকে কালেমা তাইয়্যেবার তাৎপর্য এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত এবং শরী'আতে মুহাম্মাদীয়ার আদেশ-নিষেধসমূহ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৮.২.৪ ॥ প্রত্যেক ফজর অথবা ঈশার সালাতের পর অন্তত ১০ মিনিট কুরআন কারীমের তরজমা এবং সহীহ হাদীসের অনুবাদ পর্যায়ক্রমে শুনাইবার সুব্যবস্থা করা।

১৮.২.৫ ॥ সমাজ হইতে শির্ক, বিদ'আত এবং অন্যান্য অনৈসলামিক কার্যাদি বিদূরিত করিবার জন্য সচেষ্ট হওয়া।

১৮.২.৬ ॥ প্রত্যেক শাখা জমঈয়তে একটি করিয়া পাঠাগার স্থাপন করা। এই পাঠাগারে কুরআন, হাদীস, ইসলামী বইপত্র, জমঈয়তের মাসিক, সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সংগৃহীত হইবে। শাখা জমঈয়তের সদস্যগণ এই সকল পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক যাহাতে নিজেরা পাঠ করেন এবং অপরকে পড়িতে উৎসাহিত করেন বা অন্যদের মাঝে বিতরণ করেন, তাহার সুব্যবস্থা করা।

১৮.২.৭ ॥ শাখা জমঈয়তের মাসিক সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাব, কর্মসূচীর অগ্রগতির আলোচনা, উহা বলিষ্ঠতর করিয়া তোলার উপায় উদ্ভাবন, কেন্দ্রীয় ও উর্ধ্বতন জমঈয়তের নির্দেশাবলী অবহিত হওয়া এবং উহা পালন ও জমঈয়তের কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ, জোরদার ও সফল করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

১৮.২.৮ ॥ শাখা জমঈয়তকে শক্তিশালী, স্বনির্ভর ও নিয়মতান্ত্রিক করিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া।

১৮.২.৯ ॥ এলাকা/উপজেলা বা উর্ধ্বতন জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে বৎসরে অন্তত একবার সাংগঠনিক ও তাবলীগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

❖ ধারা ১৯ ॥ এলাকা/উপজেলা জমঈয়তসমূহের কর্মসূচী

১৯.১ ॥ শাখা জমঈয়তগুলিকে সুচারুরূপে পরিচালনা, গ্রাম, জনপদ, শহর, বন্দর কিংবা প্রতিষ্ঠানে জমঈয়তের আদর্শ ও কর্মসূচী প্রচার এবং উহার রূপায়ণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করাই এলাকা/উপজেলা জমঈয়তসমূহের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব হইবে।

১৯.২ ॥ শাখা জমঈয়তগুলি সুসংগঠিত হওয়ার পর প্রতিমাসে এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদের এবং প্রতি তিনমাসে সাধারণ পরিষদের সভা/বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু শাখা জমঈয়তগুলি সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনমত প্রতি সপ্তাহে একাধিকবারও এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদের সভা/বৈঠক হইতে পারিবে।

১৯.৩ ॥ ১৮ ধারায় বর্ণিত দফাগুলি কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব এলাকা/উপজেলা জমঈয়ত গ্রহণ করিবে।

১৯.৪ ॥ এলাকা/উপজেলা জমঈয়ত শাখা জমঈয়তগুলির হিসাবপত্র পরীক্ষা এবং ১৬ ধারায় উল্লিখিত রেকর্ড রক্ষা করিবে।

১৯.৫ ॥ জমঈয়তের লক্ষ্য,উদ্দেশ্য, প্রচার এবং উহার সাফল্যকল্পে এলাকা/উপজেলা জমঈয়ত নিজ নিজ এলাকা/উপজেলার বিভিন্ন স্থানে জনসভা, সেমিনার, ওয়াজ-মাহফিল ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবে।

১৯.৬ ॥ বার্ষিক সভাগুলিতে এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের হিসাবপত্র পেশ করিয়া মনযুর করাইয়া লইতে হইবে।

১৯.৭ ॥ যে গ্রামে বা শহরে জমঈয়তের দফতর থাকিবে, উক্ত গ্রাম ও শহরের শাখা জমঈয়ত উক্ত জমঈয়তের সহিত সংযুক্ত থাকিবে।

১৯.৮ ॥ জেলা জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে এলাকা/উপজেলা জমঈয়ত বৎসরে অন্তত একবার সাংগঠনিক ও তাবলীগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

১৯.৯ ॥ এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের অফিসে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্র থাকিবে।

❖ ধারা ২০ ॥ জেলা জমঈয়তসমূহের কর্মসূচী

২০.১ ॥ এলাকা/উপজেলা ও শাখা জমঈয়তগুলিকে সুসংগঠিত, সুসংহত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও পরিদর্শন করা এবং জমঈয়তের আদর্শ ও উদ্দেশ্য জেলার প্রত্যেক স্থানে প্রচার এবং উহা বাস্তবায়ন করিবার জন্য যত্নবান হওয়াই জেলা জমঈয়তের প্রধান কর্তব্য হইবে।

২০.২ ॥ জেলা জমঈয়ত এলাকা/উপজেলা জমঈয়তগুলির বার্ষিক হিসাব পরীক্ষা, নিরীক্ষা ও অনুমোদন করিবে।

২০.৩ ॥ কোন এলাকা/উপজেলা জমঈয়তে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হইলে জেলা জমঈয়ত তাহার মীমাংসা করিবে এবং প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

২০.৪ ॥ জেলা জমঈয়ত যে এলাকা/উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত হইবে উক্ত এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের দফতর জেলা জমঈয়তের দফতরের সহিত সংযুক্ত থাকিবে।

২০.৫ ॥ প্রত্যেক জেলা জমঈয়তে একটি পাঠাগার থাকিবে এবং শহর ও এলাকার সদস্যগণ উহার সাপ্তাহিক সভায়/বৈঠকে সমবেত হইবেন এবং জমঈয়ত সম্পর্কিত বইপুস্তক ও সাময়িক পত্রাদি পাঠ এবং আহলে হাদীস দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি শ্রবণ করিবেন।

২০.৬ ॥ জেলা জমঈয়তগুলিও আহলে হাদীস দাওয়াত ও তাবলীগ সম্প্রসারণের জন্য সর্বত্র সভা-সমিতি ও মজলিসের ব্যবস্থা করিবে।

২০.৭ ॥ এলাকা/উপজেলা জমঈয়তসমূহ সুসংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিমাসে জেলা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদের এবং প্রতি তিনমাসে সাধারণ পরিষদের সভা/বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। এলাকা/উপজেলা জমঈয়তগুলি গঠিত হইবার পর কার্যকরী পরিষদের সভা/বৈঠক কমপক্ষে প্রতি ৩ মাসে এবং সাধারণ পরিষদের সভা প্রতি বৎসর একবার আহ্বান করিতে হইবে।

২১.৮ ॥ জেলা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদ জেলার হিসাবপত্র ও রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ থাকিবে এবং সাধারণ পরিষদে হিসাব উপস্থাপন করিয়া অনুমোদন করাইয়া লইবে।

২০.৯ ॥ প্রতি তিন বৎসরে জেলা শহরে অথবা সুবিধাজনক স্থানে জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস কনফারেন্স আহ্বান করিতে হইবে। এই কনফারেন্সে সমগ্র জেলায় পরিচালিত জমঈয়তের সাংগঠনিক তৎপরতা, দাওয়াত ও তাবলীগী কার্যক্রম সম্পর্কিত রিপোর্ট ও হিসাব উপস্থাপন করিতে হইবে। কনফারেন্সে জেলা কমিটি পুনর্গঠিত হইবে। কোন অস্বাভাবিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কনফারেন্স আহ্বান করা সম্ভবপর না হইলে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অনুমতিক্রমে সাধারণ পরিষদের বর্ধিত সভায় জেলা কমিটি পুনর্গঠিত হইতে পারিবে। প্রয়োজনবোধে জেলা কমিটির মেয়াদ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অনুমোদনক্রমে বর্ধিত করা যাইবে।

২০.১০ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহযোগিতায় জেলা জমঈয়ত বৎসরে অন্তত একবার জেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক ও তাবলীগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিবে।

২০.১১ ॥ জেলা জমঈয়তের কর্মসূচী ও বাজেট কেন্দ্রীয় জমঈয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

❖ ধারা ২১ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কর্মসূচী

২১.১ ॥ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত ও উহার গঠনতন্ত্রের প্রত্যেকটি ধারা ও উপ-ধারাকে কার্যে পরিণত করাই কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রধান কর্তব্য।

২১.২ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দফতরে একটি পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্র থাকিবে।

২১.৩ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দফতরে মাসিক সভার ব্যবস্থা থাকিবে। এই সভায় কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কর্মীগণ, মহল্লাবাসীগণ, জমঈয়তে আহলে হাদীসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন শহরের অধিবাসী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যোগদান করিতে পারিবেন। এই সভাগুলিতে সর্ববিধ সমস্যা ও প্রশ্নের আলোচনা হইবে এবং জমঈয়ত সম্পর্কিত বইপুস্তক, প্রবন্ধাদি ও সাময়িকপত্র পঠিত হইবে।

২১.৪ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হইতে দফতরে অথবা দফতরের সন্নিহিত সুবিধাজনক স্থানে একটি কুরআন ক্লাস পরিচালিত হইবে।

২১.৫ ॥ বিভাগীয় শহর কিংবা মহানগরের প্রত্যেক আহলে হাদীস মসজিদে শাখা জমঈয়ত গঠিত হইবে এবং তিন বা ততোধিক এলাকা জমঈয়তের সমন্বয়ে মহানগর জমঈয়ত গঠন করা যাইবে।

২১.৬ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির মাধ্যমে জেনারেল কমিটির অধিবেশনে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের এবং এর প্রজেক্টগুলোর অডিটকৃত হিসাব উপস্থাপন করিয়া অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

২১.৭ ॥ কার্যকরী কমিটি ও জেনারেল কমিটির সভাগুলিতে জমঈয়তের কর্মতৎপরতা আলোচিত এবং উহার সাফল্য মূল্যায়ন করা হইবে ও নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করা যাইবে।

২১.৮ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে বৎসরে একবার জেলা জমঈয়তসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দের জন্য সাংগঠনিক ও তাবলীগী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হইবে।

২১.৯ ॥ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্যের স্থান শূন্য হইলে ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন সাপেক্ষে জমঈয়ত সভাপতি উক্ত শূন্য পদে নতুন সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন।

❖ ধারা ২২ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভার নিয়ম

২২.১ ॥ সাধারণ পরিষদ (জেনারেল কমিটি) : প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নির্বাহী পরিষদের পরামর্শক্রমে এবং সভাপতির অনুমতিতে সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন এবং নির্ধারিত দিবসের ২১ দিন পূর্বে জেনারেল কমিটির সদস্যবর্গের নিকট আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করিবেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচ্যসূচি সংযোগ করা হইবে। জেনারেল

কমিটির সভায় কেন্দ্রীয় জমঈয়ত আবশ্যক বিবেচনা করিলে উপদেষ্টা পরিষদসহ কমিটির বাহিরের বিশিষ্ট ও জমঈয়তের হিতাকাংখী ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ করিতে পারিবেন। এই সভায় বিগত বছরের কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক প্রতিবেদন ও অডিটকৃত হিসাব উপস্থাপন করা হইবে।

২২.২ ॥ কার্যকরী পরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি) : প্রতি ছয় মাসে একবার কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের এই সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভায় কেন্দ্রীয় জমঈয়তের বিগত মাসগুলির আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করিতে হইবে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি ও সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক সভার তারিখ নির্ধারিত হইবে। সেক্রেটারী জেনারেল অন্তত দশ দিন পূর্বে সদস্যবর্গের নিকট কার্যকরী পরিষদের সভার নোটিশ প্রেরণ করিবেন। এর সাথে পূর্ববর্তী সভার কার্য বিবরণীও পাঠাইবেন।

২২.৩ ॥ নির্বাহী পরিষদ : কার্যকরী পরিষদের নির্বাহী দায়িত্বশীলদের সভা প্রতি দুইমাসে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সভার নোটিশ অন্তত পাঁচ দিন পূর্বে ইস্যু করিতে হইবে। এইখানকার সিদ্ধান্ত পরবর্তী ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

২২.৪ ॥ জরুরী সভা : প্রয়োজনে ও আকস্মিক কারণে সভাপতির অনুমতিক্রমে এক দিনের নোটিশে কার্যকরী পরিষদের জরুরী সভা এবং তিন দিনের নোটিশে জেনারেল কমিটির জরুরী সভা আহ্বান করা যাইবে। এইরূপ সভায় কেবল জরুরী বিষয় আলোচিত হইবে এবং কোনরূপ কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

২২.৫ ॥ রিকুইজিশন সভা : বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কোন দায়িত্বশীল বা কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্যের নিয়মবিরুদ্ধ অথবা অসংগত কার্যের প্রতিকারকল্পে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সদস্যগণ সভা আহ্বান করা আবশ্যক মনে করিলে জেনারেল কমিটির অন্তত একতৃতীয়াংশ সদস্য তাহাদের নিজস্ব স্বাক্ষরসম্বলিত নোটিশ দিয়া জমঈয়তের সভাপতিকে সভা আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন।

নোটিশ প্রাপ্ত হইবার ২১ দিনের মধ্যে সভাপতি প্রস্তাবিত সভার চিঠি সদস্যগণের নিকট প্রেরণ না করিলে উল্লিখিত এক তৃতীয়াংশ সদস্য রিকুইজিশন সভা আহ্বান করার অধিকারী হইবেন। শাখা , এলাকা/উপজেলা ও জেলা জমঈয়তের ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম বলবৎ থাকিবে।

২২.৬ ॥ সভাপতিত্ব করা : সকল সভায় জমঈয়তের সভাপতি এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের অধিকাংশের সিদ্ধান্তে যে কোন সহ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন। সভাপতি ও সহ-সভাপতিদের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের অভিমত অনুসারে নির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

২২.৭ ॥ **কার্যবিবরণী :** সেক্রেটারী জেনারেল সকল সভার সিদ্ধান্ত প্রোসিডিং বহিতে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং পরবর্তী সভার পূর্বেই কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যের ঠিকানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করিবেন এবং অনুমোদনের জন্য পরবর্তী সভায় পেশ করিবেন।

২২.৮ ॥ **কোরাম :** জেনারেল কমিটি ও কার্যকরী পরিষদের সভাসমূহের কোরাম পূর্ণ করিতে মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত একতৃতীয়াংশের উপস্থিতি আবশ্যক হইবে। রিক্যুইজিশন সভার অধিবেশনের জন্য জেনারেল কমিটির অন্তত অর্ধেক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি অপরিহার্য হইবে।

২২.৯ ॥ **অনাস্থা প্রস্তাবের বিধান :** শাখা কিংবা এলাকা/উপজেলা বা জেলা অথবা কেন্দ্রীয় জমঈয়তের জেনারেল কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবে ঐকমত্য হইলে সংশ্লিষ্ট জমঈয়তসমূহের সভাপতি, সেক্রেটারী কিংবা যে কোন দায়িত্বশীল ও সদস্যকে অপসারিত করা যাইবে।

❖ ধারা ২৩ ॥ জেলা, এলাকা/উপজেলা ও শাখা জমঈয়তের সভার নিয়ম

২৩.১ ॥ জেলা অথবা এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের সেক্রেটারী জেনারেলগণ স্ব স্ব জমঈয়তের সভাপতির পরামর্শে জেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সভা দুই সপ্তাহের নোটিশে, এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সভা দশ দিনের নোটিশে এবং ঐগুলির কার্যকরী পরিষদের সভা সাত দিনের নোটিশে আহ্বান করিতে পারিবেন। এই জমঈয়তসমূহের জরুরী সভা ২২.৪ উপধারার নিয়ম অনুসারে আহ্বান করা যাইবে।

২৩.২ ॥ জেলা ও এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের সদস্যগণ রিক্যুইজিশন সভা আহ্বান করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে তাহাদের জেনারেল কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুইপঞ্চমাংশ সদস্যের নিজ নিজ স্বাক্ষরসম্বলিত নোটিশ দিয়া কমিটির সভাপতিকে সভা আহ্বান করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের রিকুইজিশন সভা ২২.৫ উপধারার উল্লিখিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

২৩.৩ ॥ জেলা ও এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটি ও কার্যকরী পরিষদের সভাগুলি মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ এবং রিকুইজিশন সভা জেনারেল কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকাংশের একজন বেশী সদস্যের উপস্থিতি ব্যতীত চলিতে পারিবে না।

২৩.৪ ॥ শাখা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সভাগুলি সভাপতির নির্দেশমত তিন দিনের নোটিশে আর কার্যকরী পরিষদের সভা এক দিনের নোটিশে এবং জরুরী সভা যে কোন দিন আহ্বান করা চলিবে।

২৩.৫ ॥ শাখা জমঈয়তের রিকুইজিশন সভা ২২.৫ উপধারার উল্লিখিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

২৩.৬ ॥ জেলা, এলাকা/উপজেলা ও শাখা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদ এবং জেনারেল কমিটির সভা মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতি ব্যতীত চলিতে পারিবে না।

২৩.৭ ॥ জেলা, এলাকা/উপজেলা ও শাখা জমঈয়তগুলির সভা ২২.৬, ২২.৭ ও ২২.৮ উপধারার বর্ণিত নিয়মে পরিচালিত হইবে।

❖ ধারা ২৪ ॥ সাংগঠনিক আনুগত্য, দায়িত্ব ও শৃঙ্খলা

শরীয়তবিগর্হিত ও গঠনতন্ত্র বিরুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত শাখা জমঈয়তের সভাপতির নেতৃত্ব শাখা জমঈয়তের সমুদয় কর্মী ও সদস্যের জন্য, এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের সভাপতির নেতৃত্ব তদীয় এলাকা/উপজেলার সমুদয় কর্মী ও সদস্যের জন্য, জেলা জমঈয়তের সভাপতির নেতৃত্ব জেলার সমুদয় কর্মী ও সদস্যের জন্য এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভাপতির নেতৃত্ব বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সমুদয় নেতা ও কর্মীর জন্য প্রতিপালনীয় হইবে।

২৪.১ ॥ শাখা, এলাকা/উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সদস্যগণের মধ্যে কাহারও কার্যকলাপ জমঈয়তের আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচীর পক্ষে অনিষ্টকর বিবেচিত হইলে তাহার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভাপতি কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নির্বাহী পরিষদের পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। কোন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সভাপতি কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনসাপেক্ষে উহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নতুন নির্বাচন করাইতে পারিবেন।

২৪.২ ॥ শাখা জমঈয়তের সভাপতি শাখার কার্যকলাপের জন্য তদীয় এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের সভাপতির নিকট, এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের সভাপতি তাহার এলাকা/উপজেলার অন্তর্ভুক্ত সমুদয় শাখা জমঈয়তের কার্যকলাপের জন্য জেলা জমঈয়তের সভাপতির নিকট, জেলা জমঈয়তের সভাপতি তাহার জেলার সমুদয় এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের কার্যকলাপের জন্য কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভাপতির নিকট এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভাপতি বাংলাদেশের সমুদয় জেলা জমঈয়তের কার্যকলাপের জন্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের জেনারেল কমিটির নিকট দায়ী থাকিবেন।

২৪.৩ ॥ সেক্রেটারী জেনারেল কেন্দ্রীয় দফতরের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ, প্রচার, ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সার্বিক ইনতিযামের দায়িত্ব পালন করিবেন। শাখা, এলাকা/উপজেলা ও জেলা জমঈয়তসমূহের সেক্রেটারীগণও স্ব-স্ব শাখা, উপজেলা ও জেলায় অনুরূপ দায়িত্ব পালন

করিবেন। হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবেন কোষাধ্যক্ষ। সেক্রেটারীগণ তাহাদের কার্যের জন্য সভাপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

২৪.৪ ॥ সদস্য পদ বাতিল প্রসঙ্গ : কেন্দ্রীয় সভাপতির বিনা অনুমতিতে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সদস্যগণের কেহ জেনারেল কমিটির উপর্যুপরি দুইটি সভা এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণের কেহ পর পর তিনটি সভায় যোগদান না করিলে, তিনি যথাক্রমে জেনারেল কমিটি ও কার্যকরী পরিষদের সদস্য পদ হারাইবেন।

২৪.৫ ॥ সংশ্লিষ্ট সভাপতির বিনা অনুমতিতে এলাকা/উপজেলা ও জেলা জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সদস্যগণের কেহ জেনারেল কমিটির তিনটি সভায় এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের কেহ উক্ত কমিটির চারটি সভায় উপর্যুপরি অনুপস্থিত থাকিলে তাহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

২৪.৬ ॥ সভাপতির বিনা অনুমতিতে শাখা জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির কোন সদস্য কমিটির উপর্যুপরি চারটি সভায় অনুপস্থিত থাকিলে, তিনি আর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকিবেন না।

২৪.৭ ॥ প্রত্যেক জমঈয়ত কর্মী প্রতিদিন আলকুরআন ও হাদীসের কিছু অংশ তরজমাসহ পাঠ করিবেন এবং নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের বই পুস্তক পাঠ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

২৪.৮ ॥ জমঈয়তের সকল স্তরের সদস্য সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি/ সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট তিনি প্রতি মাসে জমঈয়তর খেদমতে কী কী কাজ করিয়াছেন তাহার একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন, যাহা কমিটির সভায় আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে মূল্যায়িত হইবে।

২৪.৯ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ কেন্দ্রীয় সভাপতির পরামর্শে বৎসরে অন্তত একবার জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত থাকিবেন।

২৪.১০ ॥ কেন্দ্রীয়, জেলা ও এলাকা/উপজেলা জমঈয়তকে বৎসরে অন্তত একবার যথাক্রমে জেলা, এলাকা/উপজেলা ও শাখা কমিটির অফিস পরিদর্শন, কার্যক্রম পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষা করিতে হইবে।

❖ ধারা ২৫ ॥ জমঈয়তের বিভাগসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নিম্নবর্ণিত বিভাগসমূহ থাকিবে :

২৫.১. অর্থ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ

২৫.২ ॥ দাওয়াহ্ ও তাবলীগ বিভাগ

২৫.৩ ॥ তা'লীম ও তারবিয়াত বিভাগ

২৫.৪ ॥ ফাতাওয়া ও গবেষণা বিভাগ

২৫.৫ ॥ মাসাজিদ ও মাদারিস বিভাগ

২৫.৬ ॥ তথ্য প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান বিভাগ

২৫.৭ ॥ প্রচার, প্রকাশনা ও মিডিয়া বিভাগ
২৫.৮ ॥ আইন বিভাগ
২৫.৯ ॥ বিদেশ ও প্রবাস বিভাগ
২৫.১০ ॥ শুব্বান বিভাগ
২৫.১১ ॥ মহিলা ও শিশু বিভাগ
২৫.১২ ॥ সমাজসেবা ও জনকল্যাণ বিভাগ
২৫.১৩ ॥ স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবেশ বিভাগ।
২৫.১৪ ॥ ইয়াতীম ও নও-মুসলিম বিভাগ।

২৫.২॥ প্রত্যেকটি বিভাগ যাহাতে সুচারুরূপে পরিচালিত হয় তজ্জন্য কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারীগণ বিভাগীয় প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। ওয়ার্কিং কমিটি প্রয়োজনবোধে বিভাগীয় সেক্রেটারীকে সাহায্য করিবার জন্য অনধিক আরও দুইজন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহকারী হিসাবে মনোনয়ন দান করিতে পারিবে।

২৫.৩ ॥ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যেকটি বিভাগের জন্য মূলনীতি প্রণয়ন করিবে এবং উক্ত মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী ও বাজেট অনুমোদন করিবে।

২৫.৪ ॥ উল্লিখিত বিভাগসমূহের প্রধান ও সদস্যবৃন্দ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভাপতি এবং ওয়ার্কিং কমিটির নিকট স্ব স্ব বিভাগের যাবতীয় কাজের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকিবেন। কোন বিভাগীয় প্রধান অথবা সদস্য যদি উপধারা মোতাবেক কাজ না করেন অথবা জমঈয়তের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হন, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভাপতি কার্যকরী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অপসারণসহ উক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৫.৫ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির ন্যায় অধস্তন প্রত্যেকটি স্তরের কমিটিতে একই প্রকার বিভিন্ন বিভাগ থাকিতে পারিবে এবং সংশিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ একই নিয়মে স্ব স্ব স্তরের কমিটির পরিচালনাধীনে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিবেন।

❖ ধারা ২৬ ॥ তাবলীগী কর্মসূচী

২৬.১ ॥ গঠনতন্ত্রের ৬.২ উপধারা অনুসারে দাওয়াহ ও তাবলীগ বিভাগের অধীনে একটি মুবাল্লিগ পরিষদ গঠিত হইবে।

২৬.২ ॥ সাংগঠনিক সুবিধা ও শৃঙ্খলার জন্য বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াত ও তাবলীগী কার্যক্রম কেন্দ্রীয় জমঈয়ত কর্তৃক মনোনীত প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিভাগীয় মুবাল্লিগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে।

২৬.৩ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির দাওয়াত ও তাবলীগ বিষয়ক সেক্রেটারী প্রধান মুবাল্লিগ হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তাহার তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় মুবাল্লিগগণ কাজ করিবেন।

২৬.৪ ॥ প্রত্যেক জেলা জমঈয়ত এক বা একাধিক মুবাল্লিগ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। জেলা মুবাল্লিগবৃন্দ কেন্দ্রীয় দাওয়াত ও তাবলীগ বিভাগের সহিত যুক্ত থাকিবেন।

২৬.৫ ॥ প্রধান মুবাল্লিগসহ অন্যান্য মুবাল্লিগদের ভ্রমণভাতা সফরকৃত জেলা জমঈয়ত বহন করিবে।

২৬.৬ ॥ সকল মুবাল্লিগকে তাহাদের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক মাসে উহার কপি প্রধান মুবাল্লিগের নিকট দাখিল করিবেন। প্রধান মুবাল্লিগ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভাপতির নিকট সমুদয় তাবলীগী কর্মতৎপরতার মাসিক রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

২৬.৭ ॥ মুবাল্লিগগণকে অবশ্যই জমঈয়ত কর্তৃক নির্ধারিত (এই গঠনতন্ত্রের পরিশিষ্টে সংযুক্ত) সিলেবাস অনুসরণ করিতে হইবে।

২৬.৮ ॥ সর্বজনবিদিত মাসআলা মাসায়েল ছাড়া মুবাল্লিগগণ প্রধান মুবাল্লিগের সহিত আলোচনা ব্যতিরেকে কোন মতভেদমূলক জিজ্ঞাসার জওয়াব প্রদান করিবেন না।

২৬.৯ ॥ প্রধান মুবাল্লিগ সকল সময়ে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন এবং কেন্দ্রীয় সভাপতির নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন।

❖ ধারা ২৭ ॥ শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী

২৭.১ ॥ দারুল হাদীস প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা : বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তত্ত্বাবধানে কুরআনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার শাশ্বত বাণী ও হিদায়াতরূপে এবং হাদীসকে রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিরন্তন আদর্শ ও উসওয়ারূপে বুঝিবার, বুঝাইবার, অনুসরণ করিবার, করাইবার এবং দলনিরপেক্ষ, উদার ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বিজ্ঞ আলিম সৃষ্টি করিবার লক্ষ্যে আদর্শ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিবে।

২৭.২ ॥ ইসলামী ভাবধারায় আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা : যাহারা প্রচলিত আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক, জমঈয়ত তাহাদের জন্য ইসলামী ভাবধারার স্কুল, কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ, টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিবে।

২৭.৩ ॥ এই সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা মাদরাসার পরিচালনা পদ্ধতি, শিক্ষাক্রম ও নিয়ম কানুন ইত্যাদি জমঈয়ত কর্তৃক নিয়োজিত অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ প্রস্তুত করিবেন।

❖ ধারা ২৮ ॥ আহলে হাদীস তা'লীমী বোর্ড

বাংলাদেশের বা'আমল খ্যাতনামা আহলে হাদীস শিক্ষাবিদগণের সমন্বয়ে একটি তা'লীমী বোর্ড গঠিত হইবে।

২৮.১ ॥ বাংলাদেশের আহলে হাদীসগণের পরিচালনাধীন যে সকল কাওমী মাদরাসা বা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে সেইগুলির হিফাযত, উন্নতি ও উন্নয়ন এই তা'লীমী বোর্ডের লক্ষ্য হইবে।

২৮.২ ॥ উল্লিখিত মাদরাসাগুলিকে তা'লীমী বোর্ড একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার অধীনে সংগঠিত করিতে সচেষ্ট হইবে।

২৮.৩ ॥ এই মাদরাসাগুলির জন্য তা'লীমী বোর্ড সুপরিকল্পিত ও সময়োপযোগী পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করিবে।

২৮.৪ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভাপতি কিংবা তাহার মনোনীত ব্যক্তি তা'লীমী বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন। তা'লীমী বোর্ড কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হইবে।

❖ ধারা ২৯ ॥ দারুল ইফতা বা ফাতাওয়া বিভাগ

বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ যাহাতে নিত্যনৈমিত্তিক ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহের জিজ্ঞাসার জওয়াব তথা বিশুদ্ধ ফাতাওয়া কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তত্ত্বাবধানে একটি দারুল ইফতা বা ফাতাওয়া বিভাগ থাকিবে।

২৯.১ ॥ এই উদ্দেশ্যে কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন ফিকহশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ একাধিক আলিম, মুহাদ্দিস ও মুফতি কেন্দ্রীয় জমঈয়ত নিযুক্ত করিবে এবং জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে উপর্যুক্ত উলামা মাশায়েখ সমন্বয়ে একটি ফাতাওয়া বোর্ড থাকিবে।

২৯.৩ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারী ফাতাওয়া বোর্ডের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

❖ ধারা ৩০ ॥ শুব্বান বিভাগ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অঙ্গ সংগঠন 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।' অনুর্ধ্ব ৩৫ বছরের ছাত্র-যুবক এ সংগঠনের দায়িত্বশীল ও কর্মী হইতে পরিবেন। জমঈয়ত সভাপতি পদাধিকারবলে শুব্বান বিভাগের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিবেচিত হইবেন। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারী উভয় সংগঠনের মধ্যে সেতুবন্ধন করিবেন। কেন্দ্রীয় শুব্বান জমঈয়ত সভাপতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

❖ ধারা ৩১ ॥ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীকে বাস্তবায়ন ও উহার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সচল ও কর্মতৎপর রাখিবার জন্য জমঈয়তের নিজস্ব ফান্ড বা তহবিল থাকিবে। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নিজস্ব প্রেস হইতে ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সভাপতির দস্তখত এবং দফতরের সীলমহরযুক্ত কুপন/রসিদ বহির মাধ্যমে যাবতীয় অর্থ সংগৃহীত হইবে। এই তহবিলের আয়-ব্যয়ের খাত হইবে নিম্নরূপ:

৩১.১॥ জমঈয়তের আয় : সদস্য ফিসের পরিমাণ: কেন্দ্র হইতে শাখা পর্যন্ত :

৩১.১.১॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তে ওয়ার্কিং কমিটি প্রত্যেক সদস্যকে কমপক্ষে ১০০০/- (এক হাজার টাকা) এবং জেনারেল কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে কমপক্ষে ৬০০/- (ছয়শত টাকা) বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

৩১.১.২॥ জেলা জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে ৫০০/- (পাঁচশত টাকা) এবং জেনারেল কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে কমপক্ষে ৩০০/- (তিনশত টাকা) বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

৩১.১.৩॥ এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে ২০০/- (দুইশত টাকা) এবং জেনারেল কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে কমপক্ষে ১০০/- (একশত টাকা) বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

৩১.১.৪॥ শাখা জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে ১০০/- (একশত টাকা) এবং জেনারেল কমিটির প্রত্যেক সদস্যকে কমপক্ষে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিতে হইবে।

৩১.১.৫॥ একই ব্যক্তি একাধিক কমিটির সদস্য থাকিলে, তিনি সর্বোচ্চ কমিটির সদস্য ফি আদায় করিবেন এবং নিম্নস্থ কমিটিগুলিতে ফিস প্রদানের দায়িত্ব হইতে তিনি অব্যাহতি লাভ করিবেন। তবে ইচ্ছা করিলে তিনি প্রতিটি কমিটির নির্ধারিত ফিস প্রদান করিতে পারিবেন।

৩১.১.৬॥ কার্যকরী কমিটি বিভিন্ন পর্যায়ের মাসিক/বার্ষিক ফিস নির্ণয় করিয়া দিবেন। জমঈয়তের উদ্দেশ্যের প্রতি যাহারা সহানুভূতিশীল, তাহারা জমঈয়ত ফান্ডে সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিবেন।

৩১.১.৭ ॥ এককালীন দান : দেশ বা বিদেশের সঠিক আকীদাসম্পন্ন যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তওফীক আছে তাহারা সম্পূর্ণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাহাদের সদিচ্ছায় জমঈয়তকে এককালীন অর্থ, সাহায্য, ভূমি, গৃহ বা অন্যরূপ দান করিতে পারিবেন।

৩১.১.৮ ॥ যাকাত, উশর, ফিৎরা, সাদাকা ও কুরবানীর চামড়ার মূল্য: এই সমস্ত খাত হইতে সংগৃহীত অর্থ সাধারণতঃ শাখা, এলাকা/উপজেলা ও জেলা জমঈয়তের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় জমঈয়তে জমা হইবে।

৩১.১.৯ ॥ শাখা জমঈয়তের কোষাধ্যক্ষগণ সদর দফতরের রসিদে যে অর্থ সংগ্রহ করিবেন, তাহার এক-চতুর্থাংশ শাখা জমঈয়তের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের নিকট জমা দিবেন। এলাকা/উপজেলা জমঈয়ত উহা থেকে এক অষ্টমাংশ রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা জেলা জমঈয়তের নিকট জমা দিবেন। জেলা জমঈয়ত প্রাপ্ত টাকা হইতে এক অষ্টমাংশ রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা (শাখায় সংগৃহীত টাকার অর্ধেকাংশ) কেন্দ্রীয় জমঈয়তে জমা দিবেন।

৩১.১.১০ ॥ এলাকা/উপজেলা বা জেলা জমঈয়তের অবর্তমানে শাখা জমঈয়তগুলি তাহাদের নিজ নিজ অংশ রাখিয়া বাকী সমুদয় অর্থ সদর দফতরে প্রেরণ করিবেন।

৩১.১.১১॥ যে অঞ্চলে শাখা, এলাকা/উপজেলা বা জেলা জমঈয়ত গঠিত হয় নাই, সেই সকল অঞ্চলের প্রাপ্তব্য অর্থ কেন্দ্রীয় জমঈয়ত সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইবে।

৩১.১.১২॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রাপ্য সকল অর্থ শাখা, এলাকা/উপজেলা ও জেলা জমঈয়তের কর্মকর্তা ও আদায়কারীগণ আদায়ের পনের দিনের মধ্যে উর্ধ্বতন/সদর দফতরে রসিদ বহি ও আদায়ের চার্টসহ জমা করিবেন।

৩১.১.১৩॥ জমঈয়তের পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রকাশনা ইত্যাদির বিক্রয়-লব্ধ অর্থ।

৩১.১.১৪॥ বিশেষ বা এককালীন অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় সরাসরি কেন্দ্রীয় জমঈয়ত নিয়ন্ত্রণ করিবে। এবং

৩১.১.১৫॥ বিবিধ উৎস।

৩১.২ ॥ অধস্তন জমঈয়তের ব্যয় :

৩১.২.১ ॥ শাখা, এলাকা/উপজেলা এবং জেলা জমঈয়ত : গঠনতন্ত্রের ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ ধারায় বর্ণিত কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য শাখা, এলাকা/উপজেলা ও জেলা জমঈয়ত তাহাদের অংশের এবং নিজস্ব উৎস যদি থাকে, উহা হইতে সংগৃহীত/লব্ধ অর্থ সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করিবেন।

৩১.২.২ ॥ যে জেলা জমঈয়তের সীমানার মধ্যে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের দফতর অবস্থিত, সেই জেলা জমঈয়তের আয় কেন্দ্রীয় জমঈয়তের আয়ের সহিত যুক্ত এবং কেন্দ্রীয় জমঈয়তের কর্মসূচী অনুযায়ী ব্যয়িত হইবে।

৩১.২.৩ ॥ যে এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের সীমানার মধ্যে জেলা জমঈয়তের দফতর অবস্থিত সেই এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের আয় জেলা জমঈয়তের আয়ের সহিত যুক্ত এবং জেলা জমঈয়তের কর্মসূচী অনুযায়ী ব্যয়িত হইবে।

৩১.৩ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়ত-এর ব্যয় :

৩১.৩.১ ॥ কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সংস্থাপন ব্যয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী ও মুবাল্লিগগণের বেতন ও ভাতা ইত্যাদি।

৩১.৩.২ ॥ সভা-সমিতি, দাওয়াহ ও তাবলীগী কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা ইত্যাদি।

৩১.৩.৩ ॥ বইপুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং প্রচারণা।

৩১.৩.৪ ॥ খিদমতে খালক বা আর্তমানবতার সেবা।

৩১.৩.৫ ॥ মাসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ, সংরক্ষণ ও সংস্কার কার্যে অংশগ্রহণ।

৩১.৩.৬ ॥ জমঈয়তের ধর্মীয়, সাংগঠনিক, দাওয়াহ ও তাবলীগী, সামাজিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

৩১.৩.৭ ॥ বিবিধ।

❖ ধারা ৩২ ॥ ব্যাংক একাউন্ট ও অডিট

৩২.১॥ সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য জমঈয়তের একটি/একাধিক ব্যাংক একাউন্ট থাকিবে। সভাপতি, সেক্রেটারী জেনারেল, কোষাধ্যক্ষ এই তিন জনের যে কোন দুইজনের স্বাক্ষর কিংবা কার্যকরী পরিষদ যেভাবে অনুমোদন করে, সেই ভাবে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে।

৩২.২॥ আদায়কৃত সমুদয় টাকা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করিতে হইবে। কোন ক্রমেই আদায়কৃত টাকা সরাসরি ব্যয় করা যাইবে না।

৩২.৩ ॥ প্রতি বছর জমঈয়ত ও ইহার প্রজেক্টের সকল আয়-ব্যায়ের হিসাব রেজিস্ট্রিকৃত চাটার্ড একাউন্টেন্টস কোম্পানীর মাধ্যমে অডিট করাইতে হইবে।

❖ ধারা ৩৩ ॥ হিসাব-নিকাশ

৩৩.১ ॥ শাখা, এলাকা/উপজেলা, জেলা ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সমুদয় জমা-খরচ ভাউচার সহকারে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৩.২ ॥ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে অডিটকৃত হিসাব কিংবা প্রতিমাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটির মাধ্যমে নিরীক্ষা করিয়া উপস্থাপন করিতে হইবে।

৩৩.৩ ॥ জমঈয়তের প্রকল্পসমূহের অডিটকৃত বার্ষিক হিসাব ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর বার্ষিক জেনারেল কমিটির সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

৩৩.৪ ॥ হিসাব বিষয়ে কেন্দ্রীয় জমঈয়তের জেনারেল কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

❖ ধারা ৩৪ ॥ প্রেস ও প্রকাশনা

৩৪.১ ॥ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তত্ত্বাবধানে "আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস" নামে একটি প্রেস ও প্রকাশনা বিভাগ থাকিবে। এই বিভাগ জমঈয়তের মুখপত্র, পত্র-পত্রিকা সাময়িকী, নিজস্ব বই-পুস্তক ও বিজ্ঞাপনাদি মুদ্রণ ও প্রকাশ করিবে।

৩৪.২ ॥ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইসলামী বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষার বইপুস্তক এই বিভাগ ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবে এবং ইহা হইতে অর্জিত লভ্যাংশ বিভাগটির উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইবে।

৩৪.৩ ॥ প্রেস ও প্রকাশনা বিভাগ বাহিরের কাজ করিতে পারিবে, ইহার পৃথক আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকিবে এবং ইহা প্রেসের উন্নতিকল্পে সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার উদ্বৃত্ত তহবিল জমঈয়ত ফান্ডে জমা হইবে।

❖ ধারা ৩৫ ॥ গঠনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান

এই গঠনতন্ত্রের ধারাসমূহের আওতায় পড়ে না এমন কোন প্রশ্ন/সমস্যা দেখা দিলে এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

❖ ধারা ৩৬ ॥ গঠনতন্ত্রের সংশোধন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গঠনতন্ত্রের সংশোধন কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং কেন্দ্রীয় জেনারেল কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

পরিশিষ্ট-১

অঙ্গীকারপত্র

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪

বিসমিল্লাহির *রাহমানির রাহীম*

১. আমি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর শিক্ষা ও তাৎপর্যকে আমার জীবনে বাস্তবায়ন করিতে সচেষ্ট হইবো।

১. আমি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারোর উপাস্য হইবার অধিকার অস্বীকার করিতেছি। কেবল মহান আল্লাহকে পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে বিবৃত গুণাবলী অনুসারে স্রষ্টা ও নিয়ামক মান্য করিয়া তাঁহারই ইবাদত, প্রভুত্ব, প্রতিপালন এবং মালিকানা ও শাসনাধিকারকে দেহ, মন ও বাক্য দ্বারা স্বীকার করিয়া লইতেছি।

২. আমি তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দীন ইসলামের অনুসরণ করিয়া চলিব এবং জীবনের প্রত্যেক স্তরে উক্ত বিধানকে বাস্তবায়ন করিবার জন্য আগ্রহী ও কর্মতৎপর থাকিব।

৩. আমি তাওহীদ ও সুন্নাহ অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা মাযহাবের অনুমতি বা নিষেধের প্রতীক্ষা করিব না। অনৈসলামী সংস্কৃতি কিংবা প্রচলিত প্রথা, কোন ব্যক্তি বা দলের মনগড়া বিধিনিষেধ এবং বাধা ও আপত্তির প্রতিও দৃকপাত করিব না।

৪. আমি তাওহীদ ও সুন্নাহর গ্রহণ ও বর্জন সম্পর্কে ব্যক্তিগত খামখেয়ালীর বশবর্তী হইব না এবং কোন বিদ্বানেরই ব্যক্তিগত অভিমতের অন্ধ অনুসরণ করিব না। তবে হাদীস শাস্ত্রবিশারদ (আয়িম্মায়ে মুহাদ্দিসীন) গণের সাক্ষ্যকে অগ্রগণ্য মনে করিব।

৫. আমি উপরিউক্ত বিষয়গুলি উত্তমরূপে বুঝিয়াছি এবং তদনুসারে জীবন গঠন করিব ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব এবং আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করিব।

এই অঙ্গীকার করিয়া আমি জমঈয়তের অঙ্গিকারপত্রে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিলাম।

ক্রম	নাম, পিতার নাম, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা	ডাক ঠিকানা ও মোবাইল/ ই-মেইল	স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট-২

শাখা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদ

ক্রম	পদবী	নাম	মোবাইল
০১	সভাপতি		
০২	সহ-সভাপতি		
০৩	সহ-সভাপতি		
০৪	সেক্রেটারী		
০৫	কোষাধ্যক্ষ		
০৬	সহকারী সেক্রেটারী		
০৭	সাংগঠনিক সেক্রেটারী		
০৮	দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক		
০৯	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক		
১০	শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক		
১১	মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক		
১২	পাঠাগার সম্পাদক		
১৩	দফতর সম্পাদক		
১৪	সদস্য		
১৫	সদস্য		
১৬	সদস্য		
১৭	সদস্য		
১৮	সদস্য		
১৯	সদস্য		

পরিশিষ্ট-৩

এলাকা/উপজেলা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদ

ক্রম	পদবী	নাম	মোবাইল
০১	সভাপতি		
০২	সহ-সভাপতি		
০৩	সহ-সভাপতি		
০৪	সহ-সভাপতি		
০৫	সেক্রেটারী		
০৬	কোষাধ্যক্ষ		
০৭	সহকারী সেক্রেটারী		
০৮	সাংগঠনিক সেক্রেটারী		
০৯	দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক		
১০	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক		
১১	শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক		
১২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক		
১৩	সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পদক		
১৪	পাঠাগার সম্পাদক		
১৫	দফতর সম্পাদক		
১৬	সদস্য		
১৭	সদস্য		
১৮	সদস্য		
১৯	সদস্য		
২০	সদস্য		
২১	সদস্য		
২২	সদস্য		
২৩	সদস্য		
২৪	সদস্য		
২৫	সদস্য		

পরিশিষ্ট-৪
জেলা জমঈয়তের কার্যকরী পরিষদ

ক্রম	পদবী	নাম	মোবাইল
০১.	সভাপতি		
০২.	সহ-সভাপতি		
০৩.	সহ-সভাপতি		
০৪.	সহ-সভাপতি		
০৫.	সহ-সভাপতি		
০৬.	সেক্রেটারী		
০৭.	কোষাধ্যক্ষ		
০৮.	সহকারী সেক্রেটারী-১		
০৯.	সহকারী সেক্রেটারী-২		
১০.	সাংগঠনিক সেক্রেটারী		
১১.	দাওয়াহ ও তাবলীগ সম্পাদক		
১২.	তা'লীম ও তারবিয়াত সম্পাদক		
১৩.	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক		
১৪.	শুব্বান বিষয়ক সম্পাদক		
১৫.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক		
১৬.	সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সম্পদক		
১৭.	পাঠাগার সম্পাদক		
১৮.	দফতর সম্পাদক		
১৯.	সদস্য		
২০.	সদস্য		
২১.	সদস্য		
২২.	সদস্য		
২৩.	সদস্য		
২৪.	সদস্য		
২৫.	সদস্য		
২৬.	সদস্য		
২৭.	সদস্য		
২৮.	সদস্য		
২৯.	সদস্য		
৩০.	সদস্য		
৩১.	সদস্য		
৩২.	সদস্য		
৩৩.	সদস্য		
৩৪.	সদস্য		
৩৫.	সদস্য		
৩৬.	সদস্য		
৩৭.	সদস্য		

পরিশিষ্ট-৫
কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নির্বাহী ও কার্যকরী পরিষদ

ক্রম	পদবী	নাম	মোবাইল
০১.	সভাপতি		
০২.	সহ-সভাপতি		
০৩.	সহ-সভাপতি		
০৪.	সহ-সভাপতি		
০৫.	সহ-সভাপতি		
০৬.	সহ-সভাপতি		
০৭.	সহ-সভাপতি		
০৮.	সহ-সভাপতি		
০৯.	সহ-সভাপতি		
১০.	সহ-সভাপতি		
১১.	সেক্রেটারী জেনারেল		
১২.	কোষাধ্যক্ষ		
১৩.	সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল		
১৪.	যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল		
১৫.	সাংগঠনিক সেক্রেটারী		
১৬.	দাওয়াহ ও তাবলীগ সেক্রেটারী		
১৭.	তা'লীম ও তারবিয়াত সেক্রেটারী		
১৮.	ফাতাওয়া ও গবেষণা সেক্রেটারী		
১৯.	অর্থ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেক্রেটারী		
২০.	মাসাজিদ ও মাদারিস সেক্রেটারী		
২১.	তথ্য-প্রযুক্তি ও পরিসংখ্যান সেক্রেটারী		
২২.	প্রচার ও প্রকাশনা সেক্রেটারী		
২৩.	আইন বিষয়ক সেক্রেটারী		
২৪.	বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারী		
২৫.	শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারী		
২৬.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক সেক্রেটারী		
২৭.	সমাজসেবা ও জনকল্যাণ সেক্রেটারী		
২৮.	স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সেক্রেটারী		
২৯.	ইয়াতীম ও নওমুসলিম বিষয়ক সেক্রেটারী		
৩০.	দফতর ব্যবস্থাপনা সেক্রেটারী		
৩১.	সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারী		
৩২.	সহকারী দাওয়াহ ও তাবলীগ সেক্রেটারী		
৩৩.	সহকারী অর্থ-উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারী		

কার্যকরী পরিষদ :

নির্বাহী পরিষদের উল্লেখিত ৩৩ জন সদস্য এবং ১২.৩.২ উপধারা মতে সাংগঠনিক জেলাসমূহের (সভাপতি/সেক্রেটারী) প্রতিনিধি ৪৫ জন ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত ৭ জন সর্বমোট ৮৫ জন সদস্য সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠিত হইবে।

পরিশিষ্ট-৬

পাঠ্যসূচি

দায়িত্বশীল ও কর্মীদের সিলেবাস

ক. আল-কুরআন সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন : শুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের তাজভীদের মৌলিক জ্ঞান অর্জন, কুরআনের নাযিল ও সংকলনের ইতিহাস এবং তাফসীর ও আহকাম জানা প্রভৃতির জন্য :

১. নুজহাতুল কারী- কারী ইবরাহীম এবং ইলমে তাজভীদের অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থ
২. তাফসীর ইবনে কাসীর- হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (রহ)
৩. অন্যান্য প্রামাণ্য তাফসীরসমূহ

খ. আল-হাদীস সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জন : ইসলামের হুকুম-আহকাম বিশুদ্ধভাবে পালনের জন্য ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করা, হাদীসের পরিভাষাসমূহ জানা, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মুহাদ্দিসীন-মুফাসসিরীনদের জীবনী ও তাদের অবদান সম্পর্কে জানা এবং বিষয়ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়েল প্রভৃতির জন্য।

১. মিশকাতুল মাসাবীহ
২. বুলুগুল মারাম– হাফেয ইবনে হাজার আল আসকালানী (রহ)
৩. রিয়াদুস-সলেহীন– ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (রহ)
৪. সহীহাইন ও সুনানে আরবা'আ সহ অন্যান্য প্রামাণ্য হাদীসের গ্রন্থসমূহ

গ. সহীহ আকীদা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন : তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করার জন্য।

১. কালেমা তাইয়েবা– আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
২. নবুওয়াতে মুহাম্মদী– ঐ
৩. আল ইসলাম বনাম কমিউনিজম– ঐ
৪. ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি– প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)
৫. কিতাবুত তাওহীদ– ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহ)
৬. তাকভীয়াতুল ঈমান– আল্লামা শাহ ইসমাইল শহীদ (রহ)
৭. ঈমান ও আকীদা– শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী
৮. ইসলাম ও তাসাওউফ– আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহ)
৯. উসুলে দীন– ঐ
১০. মুসলিম জাতির কেন্দ্রবিন্দু– ঐ
১১. মতবাদ ও সমাধান– ঐ
১২. বিভ্রান্তির অবসান হোক– প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
১৩. আপন গৃহে অপরিচিত– ঐ
১৪. শিরক কী ও কেন?– প্রফেসর ড. মুযাম্মিল আলী

১৫. সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও চার ইমামের অবস্থান– শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান

ঘ. সহীহ 'আমল সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন : সালাত, সওম, যাকাত, হজ্জ, যিকর-আযকার এবং দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের সহীহ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য;

১. আহলে কিবলার পিছনে নামায– আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

২. আল্লাহর রাসূল কিভাবে নামায পড়তেন-আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সালাত সম্পাদনের পদ্ধতি-মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

৪. রাসূলুল্লাহর সালাত এবং আকীদা ও জরুরী মাসআলা– আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহ)

৫. ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনূন সালাত ও দুআ শিক্ষা– শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান

৬. আইনী তুহফা সালাতে মুস্তফা– শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

৭. আল কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাত-অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

৮. সিয়ামে রামাযান– আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

৯. তারাবীহ ঐ

১০. ঈদে কুরবান ঐ

১১. ধন বন্টনের রকমারী ফর্মূলা ঐ

১২. ইসলামী অর্থনীতির ক খ ঐ

১৩. তিন তালাক প্রসঙ্গ ঐ

১৪. প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিয়ামে রামাযান-অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

১৫. সিয়াম ও রমাযান- শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী

১৬. ঈদুল আযহা ও করবানী ঐ

১৭. ঈদ কুরবাণী ও আকীকা- ড.আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী

১৮. হজ্জ ওমরা ও যিয়ারত শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহ)

১৯. সহীহ্ হজ্জ উমরা ও- স্বাস্থ্যকথা -প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম

২০. তরিকায়ে মুহাম্মদী– মাওলানা মতিউর রহমান সালাফী (রহ)

২১. কিতাবুল কাবায়ির– ইমাম আয যাহাবী (রহ)

২২. মৃতদের জন্য জীবিতদের করণীয়– আল্লামা আব্দু আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহ)

২৩. মুসলিম রমণী– শাইখ আবু বকর যাবের আল জাযায়েরী

২৪. সহীহ্ আল কালিমুত তাইয়িব– শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ)

২৫. হিসনুল মুসলিম– শাইখ এনামুল হক অনূদিত

ঙ. ফাতাওয়া ও মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন : যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েল জানা।

১. ফাতাওয়া ও মাসায়েল– আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

২. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম– শাইখ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রহ)

৩. প্রামাণ্য মাসআলা মাসায়েলের অন্যান্য গ্রন্থ

চ. জামাআতবদ্ধ জিন্দেগীর গুরুত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান : ঐক্যবদ্ধভাবে তাওহীদ সুন্নাহর অনুসরণে জামাআতবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং অনৈক্য ও দলাদলির কুফল সম্পর্কে জানা;

১. ফির্কাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি– আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

২. ইসলামে বিভিন্ন দল ও উহার উৎস– আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন (রহ)

৩. তাবলীগে দীন ও আহলে হাদীস আন্দোলন– প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

৪. চার মাযহাবে নির্দিষ্ট কোন এক মাযহাবে অনুসরণ করতে মুসলিম কি বাধ্য (অনূদিত)- অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

৫. মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পাথেয়– শাইখ মুহাম্মদ বিন জামিল জায়নূ

৬. সত্য চিরঅম্লান- প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান

৭. অভিভাষণ: প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)– এ.এস.এম. রফিকুল ইসলাম

৮. জমঈয়ত প্রকাশিত স্মরণিকাসমূহ

৯. সাপ্তাহিক আরাফাত

১০. মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

ছ. সিরাত ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন : রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবনীসহ সাহাবায়ে কিরাম এবং সালফে সালেহীনদের জীবনী জানার জন্য।

১. আর-রাহীকুল মাখতূম– আল্লাম সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহ)

২. আমাদের নাবী (সা) ও তাঁর আদর্শ– আব্দুর রহমান বিএবিটি অনূদিত

৩. মিল্লাতে মুসলিমার ঐতিহাসিক খিদমাত– প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান

৪. মুস্তফা চরিত-মুহাম্মদ আকরাম খাঁ

৫. সাহাবী ও সালফে সালেহীনদের জীবনী সম্পর্কিত প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ

মুবাল্লিগ, প্রশিক্ষক ও গবেষকদের সিলেবাস

১। পূর্বে বর্ণিত সকল বিষয়ের গ্রন্থসমূহ এবং আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী (রহ) এর রচিত গ্রন্থসমূহ

২। শরহুল আকীদাহ আত তাহাবীয়াহ– ইবনু আবিল ইয (রহ)

৩। ফাতহুল মাজীদ শরহু কিতাবুত তাওহীদ

৪। আদদীনুল খালিস– ইমাম সিদ্দিক হাসান খান (রহ)
৫। আল বিদা– শাইখ সালীম হেলালী
৬। মানহাজুল আমবিয়া ফিদ দাওয়াহ– অধ্যাপক ড. রাবী বিন হাদী উমাইর আল-মাদখালী
৭। আত তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন– ইমাম আয-আযযাহাবী
৮। তাফসীরুল কুরআন আল আযীম– ইমাম ইবনু কাসীর (রহ)
৯। তাফসীর ফতহুল কাদীর– ইমাম শাওকানী (রহ)
১০। আল জামি লি আহকামিল কুরআন– ইমাম কুরতুবী (রহ)
১১। তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস– ড. মাহমুদ তাহহান।
১২। তাদরীবুর রাবী– ইমাম সুয়ূতী (রহ)
১৩। সুবুলুস সালাম– ইমাম সানআনী (রহ)
১৪। মিরআতুল মাফাতীহ– আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহ)
১৫। সহীহহাইন, সুনানে আরবাআ ও অন্যান্য প্রামাণ্য হাদীসের গ্রন্থসমূহ
১৬। ফতহুল বারী– ইমাম ইবনু হাজার (রহ)।
১৭। আউনুল মা'বুদ– ইমাম শামসুল হক আযীমাবাদী (রহ)
১৮। তুহফাতুল আহওয়াযী– ইমাম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী (রহ)
১৯। নাইলুল আওতার– ইমাম শাওকানী (রহ)
২০। ইরওয়াউল গালীল– শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ)
২১। ইলামুল মুয়াক্কেঈন– ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহ)
২২। আররাওযাহ আন-নাদিয়াহ– ইমাম সিদ্দীক হাসান খান (রহ)
২৩। সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ– শাইখ আবূ মালিক সালিম।
২৪। যাদুল মা'আদ– ইমাম ইবনুল কাইয়ুম (রহ)
২৫। রাওযাতুন নাযির– ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহ)
২৬। আল মুহাল্লা– ইমাম ইবনু হাযাম (রহ)
২৭। মাজমু ফাতাওয়া– ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ)
২৮। আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ– ইমাম ইবনু কাসীর (রহ)
২৯। আল মাওসুআহ আল মুয়াসসারাহ ফিল মাযহাবী লিন্‌-নাদাওয়াহ
৩০। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী ও আহলে হাদীস আলিমগণের রচিত গ্রন্থাবলী
৩১। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এর সহীহ্ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের তুলনামূলক সমীক্ষা-অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন
৩২। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও ইসলাম– প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
৩৩। উল্টা বুঝিল রাম-মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের বর্ধমানী
৩৪। হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা-শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলোভী
৩৫। রিয়াযুস সালেহীন-ইমাম নববী।